নীতিপাঠ।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
23/1, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJEE,
BENGAL MEDICAL LIBRARY: 201, CORNWALLIS STREET.

1889.

বিজ্ঞাপন।

বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থে নীতিপাঠ প্রচারিত হইল। বাল্যকাল হইতে বিদেশীয় লোকের বিবরণ পাঠ করিলে, স্বদেশের প্রতি আস্থার হ্রাস হয়, এ জন্য, উপস্থিত গ্রন্থে, দৃষ্টান্তস্থলে, স্বদেশীয় ব্যক্তির কার্য্যাবলীর বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে Hackwood's Notes of Lessons on Moral Subjects নামক গ্রন্থ হইতে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়। ষ্টেট্ সেক্রেটরি, এতদ্দেশের বিদ্যালয়সমূহে নীতিশিক্ষার প্রস্তাব করিয়া, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিচারের জন্য, ঐ গ্রন্থখানি পাঠাইয়া দেন। উহার সহিত Rev. Prescott's Moral Education এবং Progressive Lessons on Social Science, এই দুইখানি পুস্তকও প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে, হাক্ উডের পুস্তকখানিকে, অবলম্বন করিয়া, এতদ্দেশের বিদ্যালয়সমূহের উপযোগী নীতিগ্রন্থ প্রণীত হয়, ষ্টেট সেক্রেটরি, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ষ্টেট সেক্রেটরির নির্দ্দিষ্ট পুস্তকের নীতিগুলির পর্য্যালোচনা করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে, যে কয়েকটী নীতিপ্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে, শাস্ত্রাদিতে যাহা উল্লিখিত আছে, তাহার সারসংগ্রহ পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বসু সঙ্কলিত হিন্দুধর্ম্মনীতি হইতে, এবিষয়ে, বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

নীতিপাঠের নীতিসকল, সম্প্রদায়বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই। যে সমস্ত নীতি, সকল কালে, সকল সম্প্রদায়ের হিতকর, তৎসমুদয়ই, ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যে সকল নীতি, সুকুমারমতি বালকেরা সহজে বুঝিতে পারে, তৎসমুদয়, এই পুস্তকে লিখিত হইল। অপেক্ষাকৃত উচ্চ অঙ্গের নীতি, উচ্চ শ্রেণীস্থ বালকদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

কলিকাতা,

২৫এ কার্ত্তিক ১২৯৫।

সূচী।

পরিশিষ্ট।

নীতিসংগ্রহ।

বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত।

পরদ্রব্যসম্বন্ধে সাধুতা।

যাঁহারা অরণ্যে বা নির্জ্জনে পরধন দর্শন করিয়াও, উহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন।

যাঁহারা স্বগ্রামে, বা গৃহে, কোন নিভৃত স্থানে, পরের কোন দ্রব্য দর্শন করিয়াও তাহা লইয়া আহ্লাদিত না হন, তাঁহারা স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

সত্যবাদিতা।

স্বর্গই সত্য ও আলোক, এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার-স্বরূপ। মানুষেরা, আপনাদের কর্ম্মফলে, ঐ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম, এবং যাহা ধর্ম্ম, তাহাতেই সুখ। আর, যাহা অসত্য, তাহাই অধর্ম্ম, এবং যাহা অধর্ম্ম, তাহাতেই দুঃখ।

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্যহইতে উৎকৃষ্টতর বস্তুও আর নাই। ইহলোকে মিথ্যা অপেক্ষা তীব্রতর পদার্থও আর নাই।

মুখের কথাদ্বারাই সকল পদার্থ নির্দ্ধারিত হয়, যে ব্যক্তি মিথ্যাদ্বারা সেই কথা চুরি করে, সে ব্যক্তি, সকল পদার্থ চুরি করে।

যথার্থবাদিতা।

সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রবৃত্তিসকল আর বিচলিত হয় না। শিষ্টাচারসংযুক্ত সত্য অতি মহৎ।

সরলতাই ধর্ম্ম ; কপটতাচরণ অধর্ম্মজনক। যে ব্যক্তি, সরলতা অবলম্বন করেন, তাঁহার ধর্ম্মলাভ হয়।

যে ব্যক্তি একপ্রকার হইয়া, ভদ্রসমাজে আপনাকে অন্য-প্রকারে পরিচিত করে, সে, সর্ব্বাপেক্ষা পাপী ; সে আত্মাপ-হারী চোর।

শত্রুরও যে গুণ, তাহা বলিবে; গুরুলোকেরও যে দোষ তাহা কহিবে।

যাহা, সত্য এবং প্রিয়, তাহাই বলিবে ; অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় হইলেও মিথ্যা বলিবে না। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

পিতামার প্রতি ভক্তি।

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতা-স্বরূপ জানিয়া, সর্ব্বদা, সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিবে।

পিতামাতাকে মৃদু বাক্য কহিবে, সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য করিবে এবং তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। সৎপুত্র, কুলের পাবন।

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরমগুরু। মাতা, পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতরা, এবং পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর। পিতামাতা, পুত্র হইতে, যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্মের

আশা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, পিতামাতার আশা পূর্ণ করে, সেই ব্যক্তি, যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ।

ভ্রাতৃবাৎসল্য।

যিনি, জ্যেষ্ঠ হইয়া, কনিষ্ঠদিগের বঞ্চনা করেন, তিনি জ্যেষ্ঠ-পদবাচ্য ও জ্যেষ্ঠাংশের অধিকারী নহেন। রাজদ্বারে তাঁহার দণ্ড হওয়া উচিত।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাপনিরত হইলেও, তাঁহার যথোচিত সম্মান করা, কনিষ্ঠের অবশ্য কর্ত্তব্য।

পিতার মৃত্যু হইলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃস্বরূপ হইয়া, কনিষ্ঠ দিগের বৃত্তিবিধান ও তাহাদের প্রতিপালন করিবেন।

কনিষ্ঠ, পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিবে।

দয়ালুতা ও পরোপকারিতা।

আপনার প্রাণ যেমন প্রিয়, তেমনই সকলজীবের প্রাণ তাহাদের প্রিয়। অতএব সাধু ব্যক্তিরা, আত্মবৎ সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, পরের নিমিত্ত ধন এবং প্রাণও ত্যাগ করিবেন। ধনাদির বিনাশ অবশ্যই হয়। অতএব, সৎকার্য্যে, সে সকল ত্যাগকরাই শ্রেয়ঃ।

যে ব্যক্তির অর্থ, কেবল আত্মভোগেই শেষ হয়, সে ব্যক্তি, অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন বুঝে না।

সরলান্তঃকরণে প্রাণিগণকে অভয়দান, কাহারও বিপদ

উপস্থিত হইলে, তাহাকে সাহায্যদান এবং প্রার্থনানুরূপ ধন-দান করিবে। এইরূপ দানই, শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিদ্যার সমান চক্ষু নাই, সত্যের সমান তপস্যা নাই, বিষয়াসক্তির সমান দুঃখ নাই, এবং পরোপকারাদির সমান সুখ নাই।

শিষ্টাচার ও সৌজন্য।

পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবে। কাহারও অবমাননা করিবে না। এই মানবদেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।

হস্তের চাঞ্চল্য, পদের চাঞ্চল্য, নেত্রের চাঞ্চল্য ও বাক্যের চাপল্য, এ সমুদয় পরিত্যাগ করিবে। সরলস্বভাব হইবে। কাহারও দ্রোহাচরণে ইচ্ছা করিবে না।

কেহ তোমার প্রতি ক্রোধ করিলে, তাহার প্রতি তুমি প্রতিক্রোধ করিবে না। কেহ, তোমার প্রতি আক্রোশ করিলে তুমি তাহার প্রতি কুশলবাক্য বলিবে।

রুক্ষ বাক্য, মানুষের মর্ম্ম. অস্থি, হৃদয় এবং প্রাণপর্য্যন্ত দগ্ধ করে। অতএব, ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি, তীব্র, কর্কশ বাক্য একবারে পরিত্যাগ করিবেন।

বৃদ্ধ ব্যক্তি গৃহে আগত হইলে, তাঁহার অভিবাদন করিয়া স্বয়ং আসনাদি প্রদান করিবে; পরে করযোড়ে তাঁহার নিকট থাকিবে; তিনি গমন করিলে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে।

কৃতজ্ঞতা।

যাহার উপকার করিলে, সে উপকার নষ্ট হয় না, সেই ব্যক্তিই পুরুষ। কেহ, যে পরিমাণে উপকার করে, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে, তাহার প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য।

মিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি, কদাচ অনিষ্টাচরণ, করিবে না। যাহাদের অন্ন ভোজন ও আলয়ে অবস্থিতি করিতে হয়, তাহাদেরও অনিষ্ট করিবে না।

কৃতঘ্ন ব্যক্তির যশ, স্থান ও সুখ কোথায়? কৃতঘ্ন ব্যক্তি, সকলের অশ্রদ্ধেয়। তাহার নিষ্কৃতি নাই।

গুরুভক্তি।

গুরুর সহিত বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নহে। গুরু যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে, যথোচিত বিনয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি, পিতা মাতা, ভ্রাতা, গুরু ইহাদের শুশ্রূষা করেন, কদাচ ইহাদের দ্বেষ না করেন, তাঁহারা স্বর্গে উত্তম স্থান প্রাপ্ত হন।

আত্মসংযম।

যিনি, মন ও ইন্দ্রিয়ের দমন করিয়াছেন, তিনি ক্লেশ প্রাপ্ত হন না। দান্ত ব্যক্তি, পরশ্রী দেখিয়া, কখন কাতর হন না।

অভিমান পরিত্যাগ করিলে, প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে, শোক করিতে হয় না; কামনা ত্যাগ করিলে, অর্থবান্ হয়, এবং লোভ ত্যাগ করিলে, সুখী হয়।

ইন্দ্রিয়সংযম, রাগ দ্বেষাদির নাশ ও প্রাণীমাত্রের অহিংসা দ্বারা, মানুষ, অমরত্বলাভের যোগ্য হয়।

যিনি ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর নহেন, তিনি ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হন।

স্বদেশানুরাগ।

জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গুরুতরা।

সত্যপ্রতিজ্ঞতা।

করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া, যে, সেই কার্য্য না করে, সেই মিথ্যাবাদীর সমস্ত সৎকার্য্য নষ্ট হয়।

ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মরক্ষা হয় না। অতএব, সত্য হইতে কখনও বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

রাজভক্তি।

রাজা, দীন, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের শোকাশ্রুর নিবারণ এবং সর্ব্বসাধারণের হর্ষোৎপাদন করেন।

রাজা বালক হইলেও, তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যবোধে, অবজ্ঞা করিবে না; যেহেতু, তিনি নররূপে মহৎ দেবতাস্বরূপ অবস্থিতি করেন।

যথাকালে কার্য্যসম্পাদন।

যে সময়ের যে কার্য্য, অতন্দ্রিত হইয়া তাহা সম্পন্ন করিবে।

যাহা শ্রেয়স্কর, অদ্যই তাহার অনুষ্ঠান কর; কালাতিপাত করিও না। কার্য্য অসম্পন্ন থাকিলেও, মৃত্যু, মানুষকে আকর্ষণ করে।

আতিথেয়তা।

গৃহস্থ ব্যক্তি, এক গ্রামনিবাসী, স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণের, এবং অতিথি ও উদাসীনদিগের পালন করিবেন।

অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া. যে অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করা হয়, তদপেক্ষা পবিত্র ও উপাদেয় অন্ন আর নাই।

যিনি, অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রান্ত পথিককে, অক্লিষ্ট হইয়া অন্নদান করেন, তাঁহার সাতিশয় পুণ্যলাভ হয়।

শত্রুও যদি গৃহে আসিয়া,অতিথি হয়, তাহা হইলেও, তাহার সৎকার করা কর্ত্তব্য।

সূর্য্য অস্তমিত হইলেও গৃহস্থ ব্যক্তি, গৃহাগত অতিথির প্রত্যাখ্যান করিবেন না। অতিথি, সময়ে আসুন, বা অসময়ে আসুন, তিনি গৃহস্থের ভবনে অনশনে থাকিবেন না।

কোন উৎকৃষ্ট দ্রব্য, অতিথিকে না দিয়া, আপনি ভোজন করিবে না। অতিথিসেবাদ্বারা, বিপুল অর্থ, যশ, আয়ু ও স্বর্গলাভ হয়।

অতিথি, অনুগতজন, স্বজন ও ভৃত্যবর্গ, ইহাদের সহিত সমানভাবে ভোজন করা, পুরুষের পক্ষে প্রশংসনীয়।

কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও, গৃহী ব্যক্তি, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র, অতিথি ও সহোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনি ভোজন করিবে না।

বিনয়।

আমার তুল্য পৌরুষ ও বল, কাহারও নাই, এইরূপ আত্ম-প্রশংসাকরা, অতি অন্যায় কর্ম্ম।

যিনি, বিপৎকালে ব্যথিত হন না, যিনি কর্ম্মদক্ষ, সদা উদ্‌-যোগী, প্রমাদরহিত ও বিনীতস্বভাব, তাঁহার সর্ব্বদা মঙ্গল হয়।

মনের ও বাক্যের দোষ পরিত্যাগ করিবে; সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। যাহার শত্রু নাই, তাহার ভয় কি?

মহানুভাবতা ও ন্যায়পরতা।

সাধুলোক ক্রোধান্বিত হইলেও, তাঁহার মন বিকৃত হয় না। মহানুভাব ব্যক্তিদিগের প্রীতি, মরণ পর্য্যন্ত থাকে, ক্রোধ অল্প কালেই নষ্ট হয় এবং দান মমত্বরহিত হয়।

বশীভূত ও হস্তগত শত্রুর নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও, যিনি, তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করেন, তিনিই পুরুষ।

যাঁহারা পরশ্রী দেখিয়া তাপিত হন না, প্রত্যুত, অসূয়াশূন্য ও হৃষ্ট হইয়া, তাহাতে অভিনন্দন করেন, তাঁহারা স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

যে সকল ব্যক্তি, স্তবকারী ও নিন্দাকারী, উভয়কেই তুল্যরূপ দেখেন, সেই শান্তাত্মা ও জিতাত্মা মানবগণ স্বর্গলাভ করেন।

অধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, যদি বিপুল অর্থলাভ হয়। তথাপি, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন না; ঐ কার্য্যকে হিতকর বলা যায় না।

কেহ, ধর্ম্মপথে থাকিয়া, যদি নিতান্ত কষ্টকর অবস্থায় পতিত হয়, তথাপি, সে ব্যক্তি, অধার্ম্মিক পাপীদিগের আশু বিপর্য্যয়-দর্শনে, অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না।

স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়।

আপনাহইতে যত্ন করিবে। যত্নবান্ লোক কখনও অবসন্ন হন না।

কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইলেও, কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। যে পুরুষ, নিত্য কর্ম্ম আরম্ভ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়।

পুরুষ, কদাপি অশক্ত বলিয়া, আপনার অবমাননা করিবে না; আত্মাবমানী ব্যক্তি, কখনও ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে পারে না।

কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, বা না হউক, কর্ম্ম করিতে উপেক্ষাকরা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমুদয় কারণ একত্র হইলে, অবশ্যই কর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

যিনি, অগ্রে নিশ্চয় করিয়া, কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন; কার্য্য সম্পূর্ণ না করিয়া, কখনও ক্ষান্ত হন না; যাঁহার সময় বৃথা যায় না, তিনিই পণ্ডিত।

আলস্য, মোহ, চপলতা, বহুজনের সহিত একত্র বাস, ঔদ্ধত্য, অভিমান ও লোভ, এই সাতটি, বিদ্যার্থীদিগের দোষ।

শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, আসক্তি, সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধিহেতু, যাঁহার কর্ম্মের বিঘ্ন হয় না, তিনিই পণ্ডিত।

সমাপ্ত।

নীতিপাঠ।

পরদ্রব্যসম্বন্ধে সাধুতা।

যে গুণের বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে বিরত থাকি, এবং পরের অনুমতি ব্যতিরেকে, তাহার দ্রব্য ব্যবহার না করি, পরদ্রব্য সম্বন্ধে সেই গুণের নাম সাধুতা। যে বস্তুতে নিজের কোন অধিকার নাই, যিনি সেই বস্তু ব্যবহার বা আত্মসাৎ না করেন, তাঁহার সাধুতার প্রশংসা, সকলেই করিয়া থাকেন। পরদ্রব্যবিষয়িণী সাধুতা, আমাদিগকে সর্ব্বদা পরদ্রব্যগ্রহণে বিরত রাখে। যদি আমরা চুরি করি, প্রতারণা করিয়া, পরদ্রব্য আত্মসাৎ বা পরদ্রব্যের অনুকরণ করি, কিংবা যাহা প্রত্যর্পণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহা ঋণ করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদের সাধুতা থাকে না। অনেকে প্রলোভনের বশীভূত হইয়া, সাধুতা হইতে বিচ্যুত হয়। পরের দ্রব্যে কাহারও লোভ জন্মিলে, সেই লোভ

সংবরণ করা উচিত ; নতুবা অসৎ কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, তাহাকে চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়। কেহ, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করে না ; এবং কেহ তাহার সংসর্গে থাকিতে চায় না। সে, স্বজনপরিত্যক্ত ও বন্ধুশূন্য হইয়া দুরবস্থার একশেষ ভোগ করে। কাহারও কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে, সেই দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণকরা উচিত। যদি সে সময়ে দ্রব্যাধিকারীর সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, প্রকাশ্য ঘোষণাদ্বারা প্রকৃত অধিকারীর সন্ধান লইয়া, সেই দ্রব্য প্রত্যর্পণকরা বিধেয়।

রামদুলাল সরকার।

মহানগরী কলিকাতার প্রায় সাত মাইল উত্তরে দমদমা অবস্থিত। দমদমার নিকট রেকজানি নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামখানি এত ক্ষুদ্র ও সামান্য ছিল যে, পূর্ব্বে কলিকাতার অধিবাসীরা উহার নামও জানিত না। গ্রামে কেবল কতকগুলি কৃষকের বসতি ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলরাম সরকার নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা অতি সামান্য ছিল। তিনি গ্রামের কৃষক বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, কিছু

কিছু শস্যমাত্র পাইতেন। এই গুরুমহাশয়গিরিতে বলরামের নগদ টাকালাভ হইত না। এজন্য, বলরাম, সপ্তাহে দুই দিন, কলিকাতায় যাইয়া, খড় বিক্রয় করিয়া, কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতেন। এই যৎ-সামান্য অর্থ ও শস্যে, অতি কষ্টে বলরামের জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য মধ্যে মধ্যে এদেশে আসিয়া উপদ্রব করিত। তাহাদের আক্রমণভয়ে অধিবাসীরা সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিত। মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকদল যখন শেষবার কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে উপনীত হয়, তখন রেকজানির কৃষকগণ বাসগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে পলায়ন করে। বলরামও আবাসকুটীর ছাড়িয়া, গ্রামের কৃষকদলের সহিত পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন। তিনি নিঃস্ব ছিলেন। তাঁহার কুটীরে কোন মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল না; সুতরাং দ্রব্যাদির জন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রী পূর্ণগর্ভবতী ছিলেন। বলরাম, কেবল তাঁহার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। দরিদ্র গুরুমহাশয়, এই অবস্থায় আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, একটি প্রান্তরে উপনীত হইলেন। এই প্রান্তরেই তাঁহার স্ত্রী, একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ভূমিষ্ঠ বালকের নাম রামদুলাল সরকার।

ক্রমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণভয় দূর হইল।

বলরাম বাসগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গ্রামের কৃষক-বালকেরা, তাঁহার নিকট পূর্ব্বের ন্যায় লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। কিন্তু বলরাম আপনার পুত্রকে কিছুই শিক্ষা দিয়া যাইতে পারিলেন না। রামদুলালের জন্ম-গ্রহণের কয়েক বৎসর পরেই বলরাম লোকান্তরিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বেই রামদুলাল মাতৃহীন হইয়াছিল। এখন পিতৃবিয়োগ হওয়াতে, তাহার কষ্টের একশেষ হইল। পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক, উপায়ান্তরের অভাবে, কলিকাতায় যাইয়া, তাহার মাতামহের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রামদুলালের মাতামহও বড় দরিদ্র ছিলেন। দৈনন্দিন মুষ্টিভিক্ষায় তাঁহার ও তদীয় পরিবারবর্গের জীবিকানির্ব্বাহ হইত। তথাপি তিনি, দৌহিত্রকে আপনার কুটীরে রাখিয়া, পরমযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের ভরণ-পোষণের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, রামদুলালের মাতামহী মদনমোহনদত্ত নামক কলিকাতার অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তির অন্তঃপুরে পাচিকার কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে রামদুলাল, মদনমোহনের পরিবারমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যৎসামান্য লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ষোলবৎসর বয়সে, তিনি মদনমোহন দত্তের অনুগ্রহে, মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে, সরকার হন। এই সামান্য কর্ম্ম

করিয়া, রামদুলাল বৃদ্ধ মাতামহের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে রামদুলাল যেমন গুরুতর পরিশ্রম করিতে থাকেন, সেইরূপ সাধুতারও পরিচয় দিয়া, আপনার প্রতিপালক মদনমোহনকে পরিতুষ্ট করেন। বিলসরকারের কার্য্যে রামদুলালকে অনেক স্থান হইতে, টাকা আদায় করিয়া, আনিতে হইত। একদিন রামদুলাল, এই উদ্দেশ্যে, দমদমার একজন সাহেবের নিকট গমন করেন। সাহেব, অনেক বিলম্বে সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিলে, রামদুলাল উহা লইয়া, সন্ধ্যার পর, কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। টাকা অনেক ছিল। দরিদ্র যুবক ঐ রাশীকৃত অর্থ লইয়া, আপনার দৃঢ়তা ও সাহসের উপর নির্ভর পূর্ব্বক পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে দমদমা ও কলিকাতার পথে, দস্যুতস্করের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। যুবক, এজন্য কোন লোকালয়ে, সেই রাত্রি অতিবাহিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু পাছে, কেহ টাকার বিষয় জানিয়া, অর্থলোভে তাঁহার প্রাণসংহার করে, এই আশঙ্কায়, রামদুলাল কাহারও বাটীতে গেলেন না, নিজের চাদর ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া, ফকীরের বেশে, টাকার থলি মাথায় দিয়া, তরুতলে শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়াও তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন না। চারিদিকে শৃগালকুকুর সকল কলরব করিতে লাগিল।

অসহায় দরিদ্র যুবক সেই কলরবমধ্যে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রভুর বহুসংখ্য অর্থ রক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবকের আশা ফলবতী হইল, দৃঢ়তা ও সাহস কার্য্যকর হইয়া উঠিল। যুবক বিনানিদ্রায়, বিনাবিপত্তিতে, সেই ভয়ঙ্করী রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে, তিনি সমস্ত টাকা লইয়া, মদনমোহনকে বুঝাইয়া দিলেন।

মদনমোহন দত্ত রামদুলালের সাধুতা, পরিশ্রম ও কার্য্যনৈপুণ্য দেখিয়া, তাঁহাকে মাসিক দশটাকা বেতনের সরকারীকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য্যে, রামদুলালকে, প্রতিদিন জাহাজে যাইয়া, বাণিজ্যদ্রব্যাদি দেখিতে হইত। জাহাজের সরকার হইয়া, রামদুলাল অনেকবার বিপদে পড়িয়াছিলেন। একবার জাহাজে যাইবার সময়ে, তাঁহার নৌকা ডুবিয়া যায়। তিনি সন্তরণদ্বারা বহুকষ্টে তীরে উত্তীর্ণ হন। এতদ্ব্যতীত, জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্য পরীক্ষার সময়ে ইউরোপীয় নাবিকদিগের সহিত প্রায়ই মারামারি হইত। কিন্তু রামদুলাল প্রভুর কার্য্যসাধনে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি অসীম সাহসে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। একদিন রামদুলাল আপনার কার্য্য করিতে যাইয়া, ভাগীরথীতে একখানি জাহাজ জলমগ্ন দেখিতে পাইলেন। উহাতে কি পরিমাণে দ্রব্য আছে, এবং

উহার মূল্য কত হইবে, তাহা তিনি অবগত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে, মদনমোহন দত্ত, নীলামে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে, রামদুলালকে টলাকোম্পানি নামক নীলামদারের কার্য্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রামদুলালের যাইবার পূর্ব্বেই, সেই দ্রব্য বিক্রীত হইয়া যায়। রামদুলাল যাইয়া শুনিলেন, পূর্ব্বোক্ত জলমগ্ন জাহাজ নীলামে ধরা হইয়াছে। তিনি মদনমোহনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, চৌদ্দহাজার টাকা দিয়া, ঐ জাহাজ ক্রয় করিলেন। জাহাজ কিনিয়া, রামদুলাল জলখাবার ঘরে গিয়াছেন এমন সময়ে একজন সাহেব নীলামস্থলে উপস্থিত হইলেন। ঐ জাহাজ ক্রয় করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। নিজের অভীষ্ট দ্রব্য একজন সামান্য সরকারের হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া, সাহেব জাহাজের জন্য রামদুলালের উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রামদুলাল সাহেবের ভয়ে ক্রীত দ্রব্য ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে অনেক তর্ক বিতর্কের পর, রামদুলাল চৌদ্দহাজার টাকার উপর প্রায় এক লক্ষ টাকা লইয়া, জাহাজ খানি সাহেবের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ন্যায়ানুসারে এই টাকা মদনমোহনের প্রাপ্য। রামদুলাল ইচ্ছা করিলেই লাভাংশ আত্মসাৎ করিয়া প্রভুর সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিতে পারিতেন। মদনমোহন এ বিষয়ের কিছুই

অবগত ছিলেন না; সুতরাং রামদুলালের কিছুই করিতে পারিতেন না। কিন্তু রামদুলালের সাধুতা অটল ছিল। রামদুলাল এই পাপজনক কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। অধিকন্তু, প্রভুর অনুমতিব্যতিরেকে জাহাজ কিনিয়াছেন বলিয়া তিনি নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শঙ্কিতহৃদয়ে, রামদুলাল, মদনমোহন দত্তের নিকট সমস্ত টাকা রাখিয়া, বিনীতভাবে ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন।

মদনমোহন অর্থগৃধ্নু ও অনুদার ছিলেন না। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া, ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন না। উহা রামদুলালকে, তাঁহার সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ দান করিলেন। মাতামহ, মুষ্টিভিক্ষাদ্বারা যাঁহার প্রতিপালন করিয়াছিলেন, মাতামহী পাচিকার কার্য্য করিয়া, যাঁহার ভরণপোষণের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি, অতি সামান্যভাবে সামান্য সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, দিবসের রৌদ্র, রাত্রির হিম, তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, একমাত্র সাধুতার বলে, এক্ষণে তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল। রামদুলাল ঐ টাকা লইয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি, আপনার পরিশ্রম, কার্য্যকুশলতা ও সাধুতার গুণে ব্যবসায় চালাইয়া, সে সময়ে, কলিকাতায় অদ্বিতীয় ধনী হইয়া উঠিলেন।

বামনী।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, সিপাহিযুদ্ধের সময়ে, ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হয়। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার জন্য, ব্যস্ত হইয়া উঠেন। সেই দুঃসময়ে সকলেই কেবল আপনার বিষয় লইয়া বিব্রত ছিল। তৎকালে দরিদ্রা বামনী পরের বিষয়ের জন্য যত্নবতী হইয়া উঠে। তাহার কার্য্য, সাধুতার একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

বামনী একজন ইঙ্গরেজ ডাক্তরের পরিচারিকা। ডাক্তর সিপাহিযুদ্ধের সময়ে, অযোধ্যাস্থিত সৈনিকনিবাসে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা নিশীথসময়ে সংবাদ আসিল, অযোধ্যার সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তর, কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না. কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনটি শিশু সন্তানের সহিত, অবিলম্বে শকটারোহণে, লক্ষ্মৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসক-পত্নী সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদায় তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠাইয়া, সন্তানত্রয়ের সহিত, লক্ষ্মৌনগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ডাক্তর, অপরাপর ইঙ্গ-

রেজেরা যে স্থানে আত্মরক্ষার্থ সজ্জিত ছিলেন, সেই স্থানে উপনীত হইলেন, চারি দিকে, সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইল, ইউরোপীয়দিগের গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল; গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চিকিৎসক-রমণী তিনটি সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সভয়ে ঐ ভয়ঙ্কর সময়ে, রাজপথ দিয়া লক্ষ্ণৌ গমন করিলেন। চিকিৎসক দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর গৃহে গমন করিলেন না, অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত সিপাহিগণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে বামনী, প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিষ্কর্ম্মা ছিল না। তাহার প্রভুপত্নী যে স্থানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিতেন, তাহা সে জানিত, এখন কালবিলম্ব না করিয়া, সেই সমস্ত মূল্যবান আভরণ-রাশি সংগ্রহ পূর্ব্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণমধ্যে সিপাহিগণ আসিয়া, সেই গৃহে আগুন দিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার গৃহ অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বামনী যে, সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। সুতরাং সে ইচ্ছা করিলেই, ঐ সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণগুলি বিক্রয়

করিলে যে টাকা হইত, তাহা, বামনী আপনার জীবিত-কালমধ্যে কখনও উপার্জ্জন করিতে পারিত না। কিন্তু বিশ্বস্তা অবলা এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। সাধুতার সম্মান, তাহার নিকট উচ্চতর বোধ হইল। দরিদ্রা বামনী অবলীলায় লোভ সংবরণ করিয়া, প্রভু-পত্নীর সমস্ত দ্রব্য সযত্নে রক্ষাকরিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নগরের নিকট সামান্য পল্লীতে বামনীর আবাস-বাটী ছিল। বামনী আপনার গৃহে আসিয়া, একখানি ফ্লানেলের কাপড়ে আভরণগুলি জড়াইয়া, মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিল। সে, কেবল আপনার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। আপনার ন্যায় আত্মীয়দিগকে বিশ্বাসকরিতে পারে নাই। সুতরাং তাহাদের নিকট, এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিল না। এক বৎসরেরও অধিক কাল এই ভাবে গত হইল, এক বৎসরেরও অধিক কাল চিকিৎসক-পত্নীর বহুমূল্য সম্পত্তি, বিশ্বস্তা বামনীর কুটীরে মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষ্ণৌ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল, এবং সুখ সমৃদ্ধিতে অযোধ্যা পুনর্ব্বার শোভিত হইয়া উঠিল। চিকিৎসক আর এক সেনা-নিবাসে চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বামনী, এই সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করিল, এবং

প্রভু ও প্রভু-পত্নীর অস্তিত্বসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, অন্তরাল হইতে তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। যখন আর কোন সন্দেহ রহিল না, তখন সে, নীরবে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে সমস্ত আভরণ বাহির করিল, এবং নীরবে ও সাবধানে তৎসমুদয় সঙ্গে লইয়া, পুনর্ব্বার প্রভু ও প্রভু-পত্নীর নিকট সমাগত হইল। বামনী অক্ষতশরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে দেখিয়া, চিকিৎসক ও তাঁহার পত্নী বিস্মিত হইলেন, পরে যখন দেখিলেন, বামনী তাঁহাদের পরিত্যক্ত সমুদয় বহুমূল্য আভরণ লইয়া, উপস্থিত হইয়াছে তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্রা পরিচারিকা বিনম্রভাবে, একে একে সমস্ত অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন, অলঙ্কারাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ দ্বিগুণ বেতনে, তাহাকে পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বামনী এইরূপে প্রভুপরিবারের বিশ্বাসভাজন হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

বাঙ্গালী বালক।

ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বাঁদানগর অবস্থিত। নগরের প্রান্তভাগে একটি বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। তের বা চৌদ্দবৎসরবয়স্ক একটি বাঙ্গালী বালক, একদা ঐ উদ্যানে বেড়াইতেছিল। বসির মহম্মদ খাঁ নামক একজন কাবুলী বণিক, বঙ্গদেশে বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন; ঘটনাক্রমে তিনি, ঐ উদ্যানে আপনার দ্রব্যাদিসহ উপস্থিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। যাইবার সময়ে, বসির মহম্মদ ব্যস্ততাপ্রযুক্ত একটি টাকার তোড়া, উক্ত উদ্যানে ফেলিয়া যান। তোড়ায় পাঁচ হাজার টাকা ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, ঐ তোড়া দেখিতে পাইয়া, তুলিয়া লয়। উহাতে যে, বহুসংখ্য অর্থ আছে, তাহা উক্ত বালক বুঝিতে পারিয়াছিল। সে, এখন সাধুতার সম্মান রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। বালক, উক্ত অর্থ, প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে, কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল।

এদিকে বসির মহম্মদ কিয়দ্দূর যাইয়া, টাকার তোড়া দেখিতে না পাইয়া, অতি ব্যস্ততাসহকারে উদ্যানের অভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিলেন; পথে বালকের সহিত, তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বালক

তাঁহাকে অতিমাত্র ব্যস্ত ও চিন্তিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কিছু হারাইয়াছেন?" বণিক উত্তর করিলেন, "আমার একটি টাকার থলি হারাইয়াছে।" বালক তাঁহাকে থলি দেখাইয়া কহিল, "এই আপনার টাকা, গ্রহণ করুন।" বসির মহম্মদ থলি খুলিয়া দেখিলেন, উহাতে পাঁচ হাজার টাকা রহিয়াছে। একটি টাকাও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। অনন্তর বালককে কহিলেন, "তুমি কি করিয়া এত টাকার লোভ সংবরণ করিলে?" বালক বিনীতভাবে কহিল, "আমি শিশুকাল হইতেই এই শিক্ষা পাইয়াছি যে, পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত; উহা কখনও আত্মসাৎ করা বিধেয় নয়।" বালকের কথায় বণিকের যুগপৎ বিস্ময় ও আহ্লাদ জন্মিল। বণিক প্রসন্নভাবে বালককে পাঁচটি টাকা পারিতোষিক দিতে চাহিলেন। কিন্তু বালক ঐ পারিতোষিক গ্রহণ করিল না; কহিল, "আমি আপনার টাকা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছি, ইহা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। আমি কর্ত্তব্যমাত্র সম্পাদন করিয়াছি।" বালকের সাধুতা দেখিয়া, বসির মহম্মদ মুক্তকণ্ঠে তাহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। তিনি এই সাধুতার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে বিমুখ হইলেন না। বালকের সাধুতার কাহিনী প্রকাশ করিয়া, বসির

মহম্মদ শেষে বলিয়াছেন "ঐ টাকা আমার নহে। আমি যাঁহার কার্য্য করি, তাঁহার। বালক, টাকাগুলি আত্মসাৎ করিলে, আমি প্রভুর নিকট অবিশ্বাসী হইতাম; আমাকে কারারুদ্ধ হইতে হইত। বালকটি যে, আমার কত উপকার করিয়াছে, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমি তাহার নিকটে কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। বালকটিকে, আমি কখন ভুলিতে পারিব না। তাহার দীর্ঘজীবন ও তাহার সুখসম্পদের জন্য, আমি চিরকাল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।" এই বালকের নাম বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়। বীরেশ্বর বাঁদানগরের ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। সাধুতার গুণে, সকলেই এইরূপ লোকপ্রিয় ও আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া থাকে।

সত্যবাদিতা।

সকল সময়ে সত্য বলিলেই, সত্যবাদিতা প্রকাশ পায়। সকলের সত্যবাদী হওয়া উচিত। সত্যবাদী ব্যক্তি, সকলের বিশ্বাস ও আদরের পাত্র হইয়া থাকে। তুমি যাহা জান, যদি সকল সময়ে ঠিক তাহাই বল, তাহা হইলে, তোমার উপর কাহারও অবিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তুমি সত্যবাদী বলিয়া লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হইবে। কিন্তু, তুমি যদি ঐ বিষয় গোপনে রাখিয়া অন্যভাব প্রকাশ কর, বা ঐ বিষয় বাড়াইয়া বল, তাহা হইলে তোমার কথায় কাহারও বিশ্বাস জন্মিবে না। তুমি মিথ্যাবাদী বলিয়া লোকের অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে।

মিথ্যাকহা বড় পাপ। মিথ্যা বলিলে, লোকের নিকট অবিশ্বস্ত হইতে হয়। বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যে, কতদূর অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেহ এক বার মিথ্যা বলিলে, ক্রমে মিথ্যা বলিতে তাহার অভ্যাস জন্মে। এইরূপে, সে ঘোর মিথ্যাবাদী হইয়া, সাধারণের বিশ্বাস হারায়।

তিরস্কার বা শাস্তির ভয়ে অনেকে মিথ্যা বলিয়া আপনার দোষগোপন করিবার চেষ্টা করে। এরূপ

করা অনুচিত। তুমি, কোন অন্যায় কার্য্য করিলে,সরলভাবে, তাহার স্বীকার করা তোমার কর্ত্তব্য। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজন সদুপদেশদ্বারা, ঐ কার্য্যের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া, তোমাকে সৎপথে আনিতে পারেন। তুমি যদি মিথ্যা বলিয়া আপনার দোষ ঢাক, তাহা হইলে, নিরন্তর দোষাবহ কার্য্য করিতে তোমার প্রবৃত্তি জন্মিবে। অধিকন্তু, তুমি ঘোরতর মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিবে।

অপরকে পরিতুষ্ট করিবার নিমিত্ত, বা অপরের নিকট প্রশংসালাভের আশায়, কেহ কেহ প্রকৃত বিষয় বাড়াইয়া বলে। এরূপ মিথ্যা বলাও উচিত নহে। কেহ কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে, আত্ম-প্রশংসাবৃদ্ধির জন্য সেই বিষয় শতগুণে অধিক করিয়া বলে। সে সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখে না। যাহাতে শ্রোতৃবর্গ বিস্মিত ও পরিতুষ্ট হয়, সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া, প্রকৃত বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া তুলে। ইহাতে অপরের কোন ক্ষতি না হইলেও,তাহার নিজের বিস্তর অনিষ্ট হয়। যেহেতু, তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়া, পরে, কেহ তদীয় কথায় বিশ্বাস করে না। সে, এইরূপে সাধারণের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠে। সত্যকে কখনও অলঙ্কৃত করিবার প্রয়োজন হয় না। সত্য, সহজ অবস্থাতেই লোকের

শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে। যে, উহার, উৎকর্ষসাধনের জন্য, বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করে, সে ঊর্ণনাভের ন্যায়, আপনিই আপনার জালে আবদ্ধ হয়। মিথ্যাবাদিতা অপবাদ হইতে তাহার কখনও বিমুক্তি হয় না।

বাটীতে, বিদ্যালয়ে, কার্যাস্থলে, সর্ব্বত্র সত্য কহিবে। সত্যে চরিত্র বিশুদ্ধ হয়। সত্যবাদীর মুখমণ্ডলে কোনরূপ ভয়ের চিহ্ন থাকে না। অধিকন্তু, সত্যবাদী হইলে মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। যে মিথ্যা কহে, তাহার মনে শান্তি থাকে না। পাছে, তাহার কথা, মিথ্যা বলিয়া অপরে জানিতে পারে, এই আশঙ্কায়, সে অস্থির থাকে। সত্যে সম্মানলাভ হয়। সত্য-বাদীর কথায় সকলেই আস্থা দেখাইয়া থাকে। সত্যবাদী, কাহারও নিকট হতশ্রদ্ধ হন না। তাঁহার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইতে, সকলেই ব্যগ্র হয়। এই সম্মান ও শ্রদ্ধার বলে তিনি সংসারে উচ্চপদলাভ করিতে পারেন।

রামদুলাল।

রামদুলাল সরকারের বিষয় পূর্ব্বে একবার উক্ত হইয়াছে। রামদুলালের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তদীয় প্রতিপালক মদনমোহন দত্ত, তাঁহাকে, বিষয়কর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য, আপনার কার্য্যালয়ে শিক্ষার্থিরূপে গ্রহণ করেন। রামদুলাল, এইরূপে কর্ম্মশিক্ষার অভিপ্রায়ে, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে মদনমোহনের কার্য্যালয়ে যাইতে লাগিলেন। একদিন প্রচণ্ড আতপতাপের সহিত ঝড় বহিতে লাগিল, ধূলিরাশিতে চারি দিক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রামদুলাল, সেদিন প্রখর রৌদ্র ও ধূলিপ্রযুক্ত কার্য্যস্থলে যাইতে না পারিয়া, আবাসগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, শয়ন করিলেন, এবং অতিক্লান্তি বশতঃ শীঘ্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মদনমোহন কার্য্যালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন। রামদুলাল অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। কোন পীড়া হইয়াছে, ভাবিয়া, তিনি, রামদুলালের গায় হাত দিয়া, ডাকিতে লাগিলেন। রামদুলাল সুপ্তোত্থিত হইয়া, দেখিলেন, মদনমোহন সম্মুখে রহিয়াছেন। ইহাতে রামদুলালের মনে, বড় ভয়ের সঞ্চার হইল। রামদুলাল কম্পান্বিতকলেবরে, মদনমোহনের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকে, হয়ত, এরূপ সময়ে, মিথ্যা কহিয়া, আত্মদোষগোপন করিবার চেষ্টা করিয়া

থাকে। কিন্তু রামদুলাল সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। মিথ্যা কথার উপর, তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল সত্যবাদী রামদুলাল, যেজন্য কার্য্যালয়ে যাইতে পারেন নাই, মদনমোহনকে, তাহা কহিলেন। শুনিয়া, মদনমোহন ঈষৎ হাস্য ও কিঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "রামদুলাল, তুমি যদি, রৌদ্র ও ধূলায় ভীত হও, তাহা হইলে, তোমার কর্ম্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।" রামদুলাল, ইহা শুনিয়া, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত কর্ত্তব্যসম্পাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

যথার্থবাদিতা।

মনোগত কোন ভাবের গোপন না করিয়া, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতে, সরলহৃদয়ে সত্যবলার নাম অকপটভাবে যথার্থবাদিতা। যদি, কোন বালক আপনার দোষ স্বীকার করে, তাহা হইলে, সে সত্যবাদী বলিয়া উক্ত হয়। কিন্তু যদি, উক্ত বালক স্বকৃত দোষের সম্বন্ধে সকল বিষয়ই অকপটভাবে বলে, অর্থাৎ যদি, সে, কহে যে, ধরাপড়িবার ভয়ে, নিজের দোষ স্বীকার করিতেছে, তাহা

হইলে, তখন তাহাকে যথার্থবাদী বলা যায়। অধিকন্তু যদি ঐ বালক, আপনার বর্ত্তমান অপরাধ ব্যতীত, পূর্ব্বে যতবার অপরাধ করিয়াছে, সমস্তই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, তাহা হইলেও যথার্থবাদী বলিয়া উক্ত হয়। যথার্থবাদিতা একটি গুণ। যথার্থবাদী ব্যক্তি, সত্যের কোন অংশ প্রচ্ছন্ন রাখেন না, সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার সমস্ত দোষস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না, প্রকৃত বিষয় অলঙ্কৃত বা অতিরঞ্জিত করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং শত্রুর কোন গুণ দেখিলে, সেই গুণের প্রশংসা করিতেও বিমুখ হন না। যিনি যথার্থ কথা বলিতে ভাল বাসেন, তিনি কখনও তোষামোদ বা পক্ষপাতের বশীভূত হন না। একজন কাহারও কোন অপকার করিলে, যথার্থবাদী ব্যক্তি, তাহাকে তৎকৃত অপকারের কথা বলিতে নিরস্ত থাকেন না। অপকারক যত বড় লোকই হউন না কেন, যথার্থবাদী ব্যক্তি তাহাতে দৃক্‌পাত করেন না। তিনি নির্ভয়ে, পরোপকারের জন্য তাহার দোষপ্রদর্শন করিয়া থাকেন।

অনেকে এরূপ আছে যে, তাহারা, কাহারও গোঁড়া হইলে, ঐ ব্যক্তির দোষকেও গুণ বলিয়া মনে করে। অপরে ঐ দোষের অনুকরণ করিতে অগ্রসর হইলেও, তাহার বিরুদ্ধে, তাহাদের কোন কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। যথার্থবাদী ব্যক্তি এরূপ গোঁড়ামির প্রতি

ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি সকল স্থলে ও সকল সময়েই গুণকে গুণ ও দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট শত্রুমিত্র উচ্চ নীচ বা ধনী নির্ধনের প্রভেদ থাকে না। বস্তুতঃ, যথার্থবাদী ব্যক্তি, তোষামোদপর পক্ষপাতী বা গোঁড়ামির বশীভূত হইয়া, কাহারও দোষ লুক্কায়িত রাখেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকার নীচভাব হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকেন।

যথার্থবাদী ব্যক্তি বৃথাগর্ব্বে স্ফীত হইয়া, আত্ম-গৌরবের বিস্তারে উদ্যত হন না। অনেকে, আপ-নাদের যোগ্যতার পরিমাণ, অপরের নিকট প্রকাশ করে না। তাহারা, আপনারাই আপনাদিগকে উচ্চ মনে করিয়া, উচ্চ লোকের সহিত মিশিতে যাইয়া, অপদস্থ হয়। নীতি গল্পে আছে যে, এক দাঁড় কাক ময়ূরের পালক ধারণ করিয়া, আপনাকে ময়ূর বলিয়া মনে করিয়াছিল, এবং অভিমানে স্বদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ময়ূরের দলে মিশিতে গিয়াছিল। শেষে সে, ময়ূরদলকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়, আপনার দলেও তাহার লাঞ্ছনার একশেষ ঘটে। যাহাদের যথার্থবাদিতা নাই, তাহারা, অনেক সময়ে, অযথাগর্ব্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া, এই দাঁড় কাকের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথার্থবাদী ব্যক্তি এরূপ অযথা অভিমান প্রকাশ করেন

না। তাঁহার, যে পরিমাণে যোগ্যতা ও গুণ আছে, তিনি সংসারে সেই পরিমাণের অনুসারেই চলিয়া থাকেন।

অনাবশ্যক বিষয়ে যথার্থবাদী হওয়া উচিত নহে। যথার্থবাদিতার পরিচয় দিবার সময়ে, শিষ্টাচারের নিয়ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যথার্থবাদিতা গুণ বটে, কিন্তু অনাবশ্যক বিষয়ে, অশিষ্টভাবে, উহার পরিচয় দিলে, উহা দোষের মধ্যে গণ্য হয়। লোকে, ঐরূপ যথার্থ-বাদীকে দুর্ম্মুখ বলিয়া ঘৃণা করে। তুমি, যদি তোমার সহাধ্যায়ীর কোনও সামান্য দোষ দেখ, তাহা হইলে ঐ দোষের কথা প্রকাশ করিয়া, তাহার অপ্রিয় হওয়া তোমার উচিত নহে। যথার্থবাদী ব্যক্তি কেবল পরের দোষপ্রদর্শন করিয়া বেড়ান না। অনাবশ্যক বিষয়ে অপ্রিয় সত্য বলিয়া, কেবল পরের মনে কষ্ট দেওয়া, তাঁহার কার্য্য নহে। যাহারা পরের মানহানির জন্য তাহার দোষঘোষণা করিয়া বেড়ায়, তাহারা, আইন অনুসারে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। পরের সামান্য দোষে উপেক্ষা দেখাইবে। যে বিষয়ে, কাহারও কোন লাভ নাই, সে বিষয়ে, অপ্রিয় সত্য বলিয়া, পরের মনঃকষ্টের উৎপাদনে সর্ব্বদা নিরস্ত থাকিবে। কেহ না বুঝিয়া, কোনও সামান্য দোষ করিলে, তাহাকে অপ্রতিভ ও লজ্জিত করিবার জন্য, সেই দোষ প্রকাশ

করা যথার্থবাদিতার কার্য্য নহে। বস্তুতঃ শিষ্টভাবে যথার্থবাদী না হইলে, যথার্থবাদিতা গুণ বলিয়া গণ্য হয় না।

শিষ্টভাবে যথার্থবাদী হইবে, এরূপ যথার্থবাদিতায় মহত্ত্ব রক্ষিত হয়।

আকবরের প্রধান অমাত্য।

রাজপুতনার, অন্তর্গত মিবারের অধিপতি প্রতাপসিংহ, দিল্লীর সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার না করাতে আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রতাপসিংহ বাইশ হাজার রাজপুতের সহিত হলদিঘাটনামক প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কটে,স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে, দণ্ডায়মান হন। এই যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় হয়। চৌদ্দ হাজার রাজপুত, হলদিঘাটে অম্লান বদনে আপনাদের জীবন পরিত্যাগ করে। প্রতাপসিংহ পরাজিত হইলেও,মোগল সম্রাটের পদানত হইলেন না। তাঁহার রাজধানী ও দুর্গ, শত্রুর হস্তগত হইল। তিনি পরিবারবর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে, অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে, অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে, অন্য গহ্বরে যাইয়া. অনুসরণকারী শত্রুর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর

অতিবাহিত হইতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের কষ্ট দূর হইল না। প্রতি নূতন বৎসর, নূতন নূতন কষ্টসঞ্চয় করিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতাপের এই রূপ অপূর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগ ও অসাধারণ স্বদেশহিতৈষিতায়, শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান অমাত্য প্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই ভাবে একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেনঃ—"পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে। কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম, কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ, সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের রাজগণের মধ্যে, তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মানরক্ষা করিয়াছেন।"

অকপটহৃদয়ে শত্রুর গুণের প্রশংসা করাতে, আকবরের প্রধান অমাত্যের, গুণগ্রাহিতার সহিত যথার্থবাদিতা প্রকাশ পাইতেছে।

রাজসিংহ।

রাজসিংহ মিবারনামক প্রসিদ্ধ জনপদে আধিপত্য করিতেন। তাঁহার সমকালে, পরাক্রান্ত সম্রাট্‌

আওরঙ্গজেব, দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মোসলমানধর্ম্মে আওরঙ্গজেবের বড় গোঁড়ামি ছিল। এজন্য, আওরঙ্গজেব, হিন্দুদিগকে উৎপীড়িত করিতেন। মোসলমান রাজাদিগের সময়ে "জিজিয়া" নামক একপ্রকার কর ছিল। মোসলমান ব্যতীত, আর সকলকে ঐ কর দিতে হইত। সম্রাট্ আকবরশাহ হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে, সদ্ভাব স্থাপনের জন্য, ঐ কর রহিত করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব গোঁড়ামি প্রযুক্ত, আবার উহা স্থাপিত করেন। এজন্য, রাজ্যের হিন্দুগণ, তাঁহার উপর সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। এসময়ে, কেহই সম্রাটকে তাঁহার অন্যায় কার্য্যের কথা বলিতে সাহসী হন নাই। কেবল, মিবারের অধিপতি রাজসিংহ তাঁহাকে এসম্বন্ধে, এই ভাবে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন:—

"আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণ, অনেক লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যেস্থানে যাইতেন সেইস্থানেই বিজয়ী হইতেন। তাঁহাদের সময়ে, অনেক দেশ ও অনেক দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু আপনার রাজত্বে অনেক জনপদ স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছে। এখন নানাস্থানে অত্যাচার ও অবিচার হইতেছে। আপনার প্রজাগণ পদদলিত হইতেছে। আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে দুঃখদারিদ্র্য রহিয়াছে। সৈন্যগণ

বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বণিকেরা নানারূপ অভিযোগ করিতেছে। হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, এবং সাধারণ লোকে, রাত্রিকালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নিরাশায় উন্মত্ত হইয়া, সমস্ত দিন, শিরে করাঘাত করিতেছে। যে ভূপতি এরূপ দরিদ্র লোকের নিকট করগ্রহণ করেন, তাঁহার মহত্ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই দুর্দ্দশার সময়ে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, হিন্দুস্থানের সম্রাট্, হিন্দুধর্ম্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকটে করগ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর, সমস্ত মানবজাতিরই ঈশ্বর। তিনি কেবল মোসলমানের ঈশ্বর নহেন। হিন্দু ও মোসলমান উভয়েই, তাঁহার সমক্ষে তুল্য। আপনাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে, তাঁহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দেবালয়ে ঘণ্টাধ্বনিকালে, তিনিই পূজিত হইয়া থাকেন। অপরাপর লোকের ধর্ম্ম ও আচারের অবমাননা করা, আর, সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত কার্য্য করা উভয়ই সমান।

"আপনি হিন্দুদিগের নিকট, যে কর চাহিতেছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ঐ কর, সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত নহে। উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে। কিন্তু, যদি আপনি, ধর্ম্মান্ধতাপ্রযুক্ত ঐ করগ্রহণে উদ্যত

হন, তাহা হইলে, হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান, রাম সিংহের নিকট অগ্রে উহা গ্রহণকরা উচিত। পরে আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীকে উহা দিতে, আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকা-দিগকে নিপীড়িত করা, প্রকৃত মহানুভবত্বের লক্ষণ নহে। আপনার অমাত্যগণ, ন্যায়পরতার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য, আপনাকে সদুপ-দেশ দিতে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে।”

রাজসিংহ আপনার পত্রে শিষ্টভাবে এইরূপ যথার্থবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ভারতের যে প্রতাপান্বিত সম্রাটকে, কেহ, কোন কথা বলিতে সাহসী হইত না, রাজসিংহ, স্বদেশের উপকারের জন্য, তাঁহাকে এইরূপ স্পষ্ট কথা বলিয়াছিলেন। যথার্থবাদী না হইলে তিনি কখনও সাহস ও শিষ্টতার সহিত সম্রাটকে এইরূপ সদুপদেশ দিতে পারিতেন না। রাণা রাজসিংহের এই পত্র, যথার্থবাদিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পারশ্যদেশীয় মহিলা।

সুলতান মহমুদ গজনির অধিপতি ছিলেন। তিনি অনেক দেশ জয় করেন। তাঁহার প্রতাপে ভিন্ন দেশের রাজারা সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। তিনি

অনেকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, অনেক সম্পত্তি লুণ্ঠনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। একদা, পারশ্য দেশে, কতকগুলি দস্যু, একটী স্ত্রীলোকের সন্তানকে হত্যা করিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিল। ইহাতে, ঐ মহিলা, সুলতানের, নিকট অভিযোগ করিলে তিনি উত্তর করেন, ঐ দেশ অনেক দূর, সে স্থানের উপদ্রব কিরূপে শান্ত করা যাইবে? সুলতানের কথা শুনিয়া উক্ত মহিলা কহিল, "যদি প্রজারক্ষা করিতে না পারেন, তবে দেশ জয় করিয়া কি ফল? রাজা হইয়া, প্রজা রক্ষা না করিলে, ঈশ্বরের নিকট কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন?" সুলতান অভিযোগকারিণীর যথার্থবাদিতা দেখিয়া, আর কোন কথা না বলিয়া, ঐ দূরদেশে দস্যুবৃত্তিনিবারণের উপায় করিলেন।

পিতামাতার প্রতি ভক্তি।

পিতামাতা, সন্তানদিগকে যেমন কষ্টে লালন পালন করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সংসারে, পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করা যায় না। আমরা যেরূপ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হই, তাহাতে পিতামাতার দয়া ও স্নেহ না থাকিলে, আমাদিগকে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। মাতা, আমাদিগকে উদরে ধারণ করিয়াছেন, আমরা ভূমিষ্ঠ হইলে, আমাদের জন্য, কত যত্ন ও কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। জন্মগ্রহণের পর, যখন আমাদের কথা কহিবার শক্তি থাকে না, উঠিবার ক্ষমতা থাকেনা, আহারসামগ্রী বা গাত্রবস্ত্র সংগ্রহের উপায় থাকে না; তখন একমাত্র মাতার স্নেহে ও করুণায়, আমরা অকালমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। সন্তান, শত বৎসর সেবাশুশ্রূষা করিয়াও, মাতার এই দয়া ও স্নেহের ঋণ, পরিশোধকরিতে পারে না।

সন্তান, যেমন অবস্থার হউক না কেন, মাতার নিকট তাহা, অমূল্য রত্নস্বরূপ। সন্তান কুরূপ, অঙ্গহীন বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও, মাতার যত্ন ও স্নেহের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না। মাতা এরূপ অবস্থাপন্ন সন্তান-

কেও, অতি আদর ও স্নেহের সহিত পালন করিয়া থাকেন। দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তান, যখন পীড়িত হয়, তখন জননী যে, পীড়িতের ন্যায় কার্য্য করেন, এবং স্বীয় দেহনিঃসৃত দুগ্ধ দ্বারা, যে অনুক্ষণ তাহার পুষ্টি-সাধনে ব্যাপৃত থাকেন, তাহা কে না জানে? ফলে, সন্তানের লালনপালনসম্বন্ধীয় প্রতি কার্য্যেই, স্নেহময়ী জননীর অনুপম স্নেহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ স্নেহ ও প্রীতির দৃষ্টান্ত, আর কোথাও নাই।

সন্তান কিছু বড় হইলে, তাহার বিদ্যাশিক্ষা ও চরিত্র শোধনের জন্য, পিতাকে যারপর নাই পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সন্তান যাহাতে সুশিক্ষিত ও সংসারের উপযুক্ত হয়, তাহার নিমিত্ত, পিতা, সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। সন্তান সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও যশস্বী হইলে, পিতার আহ্লাদের অবধি থাকে না। এমন পরমহিতৈষীর প্রতি, সন্তানের কিরূপ কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

ফলে, পিতামাতা, সন্তানের নিকট প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের আদেশ-পালন করা উচিত। পিতামাতা, যদি কখন, সন্তানকে কোন কঠোর কথা কহেন, তাহা হইলেও, বিরক্ত কি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাদের অসম্মান করা, সন্তানের উচিত

নহে। তাঁহারা, বিদ্বেষবশতঃ, কি সন্তানের অনিষ্ট কামনায়, কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। সন্তানের মঙ্গলসাধনই, তাঁহাদের সকলকার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহাদের কোন কঠোরভাব দেখিয়া, হঠাৎ বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

পিতামাতা অশিক্ষিত হইলেও, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা, এবং আজ্ঞাবহ সেবকের ন্যায়, তাঁহাদের শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। পিতামাতা যখন অশিক্ষিত হইয়াও সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত ও সংসারের উপযুক্ত করিতে যত্ন করেন, তখন তাঁহাদের ন্যায় হিতকারী ব্যক্তি, পৃথিবীর কোথাও নাই। সুশিক্ষিত হইয়া, এই হিতকারী ভক্তিভাজনের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা বড় অসঙ্গত ও অধর্ম্মজনক। পিতামাতা যখন বৃদ্ধ হইয়া, কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তখন, সর্ব্বদা, তাঁহাদের সেবা করা, সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বৃদ্ধাবস্থায় মনের ভাব ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই নিস্তেজ অবস্থায়, জনকজননী যদি না বুঝিয়া, সন্তানের প্রতি কোন বিষয়ে ক্রোধ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেও, তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হওয়া উচিত নহে। বৃদ্ধ জনকজননীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বয়ং নানা প্রকার সুখভোগ করা অপেক্ষা, বিষপান করাই

ভাল। সন্তান যখন নিরুপায় ও কার্য্যের অক্ষম থাকে, তখন জনকজননী, যেমন প্রাণপণে, তাহার প্রতিপালন করেন, জনকজননী যখন বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইয়া কার্য্যে অসমর্থ হন, তখন তেমনই প্রাণপণে তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করা, ভক্তিপরায়ণ সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

রাম।

পূর্ব্বকালে, অযোধ্যানগরে, দশরথনামক এক প্রতাপান্বিত ও প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। তাঁহার তিন মহিষীর নাম, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ও সুমিত্রা। কৌশল্যার রাম, কৈকেয়ীর ভরত, এবং সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ননামক কুমার জন্মে। মহারাজ দশরথ, পুত্রচতুষ্টয় লাভে সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। কুমারেরা যথাসময়ে, গুরুসন্নিধানে নানা বিষয় শিক্ষা করিয়া, শস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া, খ্যাতিলাভ করিলেন।

মহারাজ দশরথ জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এজন্যে তিনি যৌবনদশায় উপনীত, জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার অনুরোধে কুলপুরোহিত, অভিষেকের আয়োজনে তৎপর হইলেন। এই সময়ে ভরত, শত্রুঘ্নকে লইয়া, মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কেবল লক্ষ্মণ, গুণজ্যেষ্ঠ ও বয়ো-

জ্যেষ্ঠ রামের নিকট থাকিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে, তাঁহার সন্তুষ্টিসাধনে তৎপর ছিলেন।

রাম, রাজা হইবেন শুনিয়া, পুরবাসীরা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। অধীনস্থ রাজারা রামের জয়ঘোষণা করিতে লাগিলেন। নগরে নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। কিন্তু, পুরবাসী-দিগের এই আহ্লাদ ও উৎসব দীর্ঘকাল থাকিল না। কৈকেয়ীর, মন্থরানামে এক কিঙ্করী ছিল। তাহার পরামর্শে, কৈকেয়ী, রামকে বনে পাঠাইয়া, স্বীয় পুত্র, ভরতকে, রাজা করিবার জন্য যত্নবতী হইলেন।

অনন্তর মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী, সমস্ত অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া, কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক ধরা-তলে শয়ন করিয়া রহিলেন। মহারাজ দশরথ, গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, প্রিয়তমা কৈকেয়ী, কোমল পর্য্যঙ্কের পরিবর্ত্তে, ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে, তিনি, দুঃখিত হইয়া, কৈকেয়ীকে ঐরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক কহিলেন "আমি প্রিয়তম পুত্র রামের নাম করিয়া শপথ করিতেছি; তোমার যাহা অভিলাষ, অসঙ্কুচিতচিত্তে তাহাই সম্পন্ন করিব।" মহারাজ দশরথ, এইরূপ বচনবদ্ধ হইলে কৈকেয়ী তাঁহাকে কহিলেন, "মহারাজ! আমার শুশ্রূষায় পরি-তুষ্ট হইয়া, পূর্ব্বে, আপনি আমাকে দুইটি অনির্দ্দিষ্ট বর

দিতে চাহিয়াছিলেন। এখন, আমি, এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, এবং অন্য বরে রামের চতুর্দ্দশবৎসর বনবাস প্রার্থনা করিতেছি। আপনি, আমার প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এখন পূর্ব্বসত্যের পালন করিয়া লোকসমাজে, সত্যব্রত বলিয়া পরিচিত হউন।"

মহারাজ দশরথ, কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি, রামের বনবাসভিন্ন অন্যবর লইতে, কৈকেয়ীর, অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী, অন্য কিছুই লইতে, সম্মত হইলেন না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। পৌর ও জনপদবর্গ, প্রিয়-দর্শন রামের, অভিষেক দেখিবার জন্য, সভাগৃহে সমাগত হইতে লাগিল। এদিকে, রাম, বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, অন্তঃপুরে, পিতার নিকট গমন করিলেন। দশরথ, নিতান্ত দীনভাবে কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, রাম তথায় উপস্থিত হইয়া, অগ্রে পূজনীয় পিতার পাদবন্দনা করিয়া, পরে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। দশরথ রামকে দেখিয়াই "রাম" —এই নাম মাত্র উচ্চারণ করিয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আর, তিনি কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। রাম, সহসা পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভীত ও ব্যাকুল হইলেন। তিনি কৈকেয়ীকে, পিতার এইরূপ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈকেয়ী

কহিলেন, "রাম! রাজা মনে মনে কোন সঙ্কল্প করিয়াছেন; তোমার ভয়ে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইঁহার অতিশয় প্রিয়; তোমায় কোনরূপ অপ্রিয় কথা কহিতে, ইঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কিন্তু মহারাজ, আমার নিকট, যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা, তোমার অনিষ্টকর হইলেও, তোমায় অবশ্যই, পালন করিতে হইবে। মহারাজ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলিবেন না। ইঁহার নিদেশে, আমি তোমাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে পারি।" রাম কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমি মহারাজের আদেশে অগ্নিপ্রবেশ ও বিষপান করিতে পারি। পিতা, পরমগুরু, ইনি, যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, বলুন। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবশ্য তাহা রক্ষা করিব"। তখন কৈকেয়ী, মহারাজের সত্য ও নিজের বরপ্রার্থনার বিষয় উল্লেখ করিয়া, কহিলেন "রাম! তুমি অদ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভসংবরণ ও জটাবল্কল ধারণ করিয়া, চতুর্দ্দশবৎসরের নিমিত্ত, বনবাসী হও। মহারাজ, তোমার নিমিত্ত, যে অভিষেকের আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভরতই অভিষিক্ত হইবেন।"

পিতৃভক্ত রাম, এই কথায় কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। তিনি পিতৃসত্যপালনে উদ্যত হইয়া,

কৈকেয়ীকে কহিলেন, "দেবি! আমি অদ্যই, জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনে গমন করিব। দূতেরা, অদ্যই দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে, যাত্রা করুক। আমি, এখনই পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, চতুর্দ্দশবৎসরের জন্য, অরণ্যে প্রস্থান করিতেছি। দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া, এই পৃথিবীতে বাসকরিতে চাহি না। প্রাণান্ত করিলেও, যদি পূজনীয় পিতার আদেশরক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলেও, আমি তাহা করিব। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতার আজ্ঞাপালন অপেক্ষা, জগতে মহৎ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। পিতা, আমাকে কোন কথা বলিতেছেন না, কেবল অধোমুখে অশ্রুপাত করিতেছেন। ইহাতে আমার মনে সাতিশয় কষ্টবোধ হইতেছে। আপনি, ইঁহাকে সান্ত্বনা করুন। আমি জননীর অনুমতিগ্রহণ ও জানকীরে সম্ভাষণকরিয়া, অরণ্যে যাত্রা করিতেছি। এক্ষণে, ভরত, যাহাতে রাজ্যপালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, আপনি তাহাতে যত্নবতী থাকিবেন। পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।"

পিতৃপরায়ণ রাম, ইহা কহিয়া, পিতা ও মাতাদিগকে অভিবাদন করিয়া, রাজ্য ও রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে যাত্রা করিলেন। সৌভ্রাত্রপ্রযুক্ত লক্ষ্মণ, তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। পতি-

প্রাণা সীতাও পতিশুশ্রূষার জন্য, তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। অদ্য, যিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি পিতৃসত্য রক্ষার জন্য, জটাবল্কলধারী ও বনচারী হইয়া, পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। রাম, কেবল পিতৃভক্তিপ্রযুক্ত, চতুর্দ্দশ বৎসর, কঠোর বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন।

মুনিবালক।

অযোধ্যার কোন এক বনে, একটি মুনি, স্ত্রীপুত্র লইয়া, বাস করিতেন। মুনি ও তাঁহার স্ত্রী, অন্ধ হইয়াছিলেন, চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাইতেন না, এক স্থান হইতে, অন্য স্থানে যাইতে পারিতেন না, কেবল আপনাদের কুটীরে থাকিয়া, তপস্যা করিতেন। মুনির পুত্র, সর্ব্বদা আপনার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতামাতার সেবা করিত, অরণ্যের বৃক্ষ হইতে ফল আনিয়া, তাঁহাদিগকে খাইতে দিত, নদী হইতে জল আনিয়া, তাঁহাদের তৃষ্ণানিবারণ করিত। কখনও তাঁহাদের কথায় অবহেলা দেখাইত না। কিংবা, কটু কথা কহিয়া, তাঁহাদের মনঃকষ্টের উৎপাদন করিত না। মুনিবালক, দিবারাত্রি বড় ক্লেশ সহিয়া, আপনার বৃদ্ধ ও অন্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ করিত।

এই সময়ে, দশরথ যৌবনদশায় উপনীত হইয়া-

ছিলেন। তিনি অনেক সময়ে মৃগয়ার আমোদে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার এমন অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশল ছিল যে, তিনি, শব্দমাত্র শুনিয়া, লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিতেন।

একদা, অন্ধকাররাত্রিতে, উক্ত মুনিবালক, বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য, জল আনিতে, সরযূ নদীতে গিয়াছে, এমন সময়ে, দশরথও, মৃগয়া করিতে, সেই নদীর তটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, রাত্রিতে যে সকল বন্য হস্তী বা মহিষ, জলপান করিতে আসিবে, তিনি, তাহাদের শব্দ শুনিয়া, বাণদ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিবেন। এদিকে, মুনিবালক নদীতে আসিয়া, কলসীতে জল ভরিতে লাগিল। দশরথ, দূর হইতে, করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিয়া, ভাবিলেন, কোন হস্তী জলপান করিতে আসিয়াছে। ইহা ভাবিয়া, তিনি, সেই দিকে, শর নিক্ষেপ করিলেন। শর, মুনিকুমারের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। দশরথের বাণে বিদ্ধ হইয়া, মুনির পুত্র, নদীর তটে পড়িয়া, "হা তাত! হা মাতঃ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দশরথ, মনুষ্যের কণ্ঠরব শুনিয়া, নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একটি মুনিবালক; তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া, নানারূপ কাতর শব্দ করিতেছে, তাহার সমুদয় শরীর, রুধিরে লিপ্ত হইয়াছে, হস্ত হইতে, জলের কলস পড়িয়া

গিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়া, আপনার কুকর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মুনিবালক, তাঁহার নিকট, বৃদ্ধ পিতামাতার নাম করিতে করিতে, প্রাণত্যাগ করিল।

দশরথ, জলপূর্ণ কলস লইয়া, সাতিশয় কাতরভাবে, বালকের অন্ধ জনকজননীর নিকট আসিলেন। পুত্র, জল লইয়া, আসিতেছে ভাবিয়া, বৃদ্ধ মুনি কহিলেন, "বৎস! তোমার, এত বিলম্ব হইল কেন? শীঘ্র জল দাও। আমরা তোমার জন্য বড় চিন্তিত ছিলাম। তুমি, এই অন্ধদিগের চক্ষু, এই অগতিদিগের গতি, আমরা কেবল তোমাকে অবলম্বনকরিয়াই জীবিত রহিয়াছি। শীঘ্র, আমাদের কথার উত্তর দাও।"

বৃদ্ধ তপস্বীর এই কথা শুনিয়া, দশরথের নিরতিশয় ভয় ও শোক হইল। নদীর তীরে, যাহা ঘটিয়াছিল, দশরথ, তাহা তপস্বীকে কহিলেন। পুত্রের মৃত্যুর কথা শুনিয়া, তপস্বী ও তাঁহার স্ত্রী অতিশয় শোকগ্রস্ত হইলেন। তপস্বী, দশরথকে অভিশাপ দিতেও বিমুখ হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে, কাঁদিতে কাঁদিতে, নিহত পুত্রের সহিত জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ভীষ্ম।

পূর্ব্বকালে কুরুবংশে, শান্তনুনামক এক পরম ধীমান্ ও পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর দেবব্রতনামে এক পুত্র জন্মে। দেবব্রত ক্রমে সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী ও অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইলেন। তাঁহার সত্য-বাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তাপ্রভৃতি গুণে, রাজ্যের সকলেই, তৎপ্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

মহারাজ শান্তনু, বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিয়া, উপযুক্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। উপযুক্ত পুত্রের সহিত, পরম সুখে, চারি বৎসর অতিবাহিত করিয়া এক দিন, মৃগয়ার জন্য, কোন অরণ্যে গমন করিলেন, এবং ঐ স্থানে দাসরাজতনয়া, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সত্যবতীকে দেখিতে পাইলেন। শান্তনু পুত্রান্তর কামনায় ঐ কামিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া, তদীয় পিতার নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ, শান্তনুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিল, "মহারাজ! এই কন্যার যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে, সেই পুত্র আপনার রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইলেই, আমি আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি।" শান্তনু দেবব্রতের জন্য,

দাসরাজের ঐ কথায় সম্মত না হইয়া, স্বীয় রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

অনন্তর এক দিবস দেবব্রত পিতাকে চিন্তাকুল দেখিয়া কহিলেন, "তাত! আপনি সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর; রাজ্যের কোথাও কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে নাই, তথাপি আপনাকে নিরন্তর দুঃখিত ও চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন? আপনার কি রোগ হইয়াছে? আজ্ঞা করুন, আমি উহার প্রতীকার করিব।"

পুত্রের কথা শুনিয়া শান্তনু কহিলেন, "বৎস! আমাদের বংশে, তুমিই একমাত্র পুত্র; তুমি অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত ও সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছ। কিন্তু, মানুষের কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যদি তোমার কোন অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদের কুল নির্ম্মূল হইবে। ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাঁহার এক পুত্র, তিনি অপুত্রকের মধ্যে পরিগণিত। এই জন্য, আমার মন বড় অস্থির হইয়াছে।"

পিতৃভক্ত দেবব্রত, পিতার এইরূপ বিষাদের কারণ অবগত হইয়া, পরমহিতৈষী বৃদ্ধ মন্ত্রীকে সমস্ত জানাইলেন। মন্ত্রিবর দেবব্রতের নিকট, দাসরাজদুহিতা সত্যবতীর বৃত্তান্তের বর্ণন করিলেন। দেবব্রত, দাসরাজের নিকট যাইয়া, তাঁহার কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ, রাজকুমারের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া

কহিল, "কুমার! আপনি মহারাজ শান্তনুর অনুরূপ পুত্র। মহারাজ, আমার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, ইহা অতি গৌরবের বিষয়। কিন্তু, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে রাজ্য লইয়া, আপনার সহিত ভয়ঙ্কর শত্রুতা জন্মিতে পারে। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, কাহারও নিস্তার নাই। উপস্থিত সম্বন্ধে, কেবল এইমাত্র দোষ দেখা যাইতেছে। নতুবা, এ বিষয়ে আর কোন আপত্তি নাই।"

সত্যনিষ্ঠ দেবব্রত, দাসরাজের এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি যাহা কহিবে, আমি তাহারই পালন করিব। যিনি, তোমার কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদের রাজা হইবেন।" ইহাতে দাসরাজ কহিল, "তুমি উপস্থিত ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে যাহা কহিলে, তাহার কখনও অন্যথা হইবে না। কিন্তু যিনি তোমার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি, আমার সন্দেহ হইতেছে।" দেবব্রত দাসরাজের বাক্যে কহিলেন, "আমি পূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি, এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব; যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, কখনও বিবাহ করিব না।"

দাসরাজ, দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিল, "এখন তোমার পিতাকে

কন্যা সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য।” অনন্তর দেবব্রত সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মাতঃ! রথে আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি।” পিতৃভক্ত দেবব্রত এইরূপে সত্যবতীকে লইয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ শান্তনু, পুত্রের এই দুরূহ কার্য্যে, সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন। সমাগত রাজগণ দেবব্রতের এইরূপ অসাধারণ পিতৃভক্তি ও স্বার্থত্যাগ দেখিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন, এবং উক্ত ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য, তাঁহাকে ‘ভীষ্ম’ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। মহানুভব দেবব্রত অতঃপর ঐ ‘ভীষ্ম’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ভ্রাতৃবাৎসল্য।

ভাইভাই মিলিয়ামিশিয়া থাকা উচিত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি ভক্তি ও প্রীতিপ্রকাশ করা, কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য; এবং কনিষ্ঠের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহপ্রকাশ করা, জ্যেষ্ঠের বিধেয়। যাহাতে, উভয় ভ্রাতার মধ্যে, বিদ্বেষ না জন্মে, উভয় ভ্রাতা, যাহাতে, উভয়ের ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকে, তাহার প্রতি, দৃষ্টিরাখা, উভয়েরই কর্ত্তব্য।

আমরা যাহাদের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, একত্র আহার, ভ্রমণ, শয়ন ও উপবেশন করিয়াছি, এবং এক স্থানে থাকিয়া, খেলা করিয়া বেড়াইয়াছি, তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা আমাদের কতদূর কর্ত্তব্য, বলিয়া শেস করা যায় না। পিতামাতা আপনাদের সন্তানগুলিকে, পরস্পর স্নেহপ্রীতিতে আবদ্ধ দেখিতে ভাল বাসেন। যদি, উহারা, বিনা বিবাদে কালযাপন করে, তাঁহা হইলে, পিতামাতার আহ্লাদের সীমা থাকে না। প্রতিবেশীরাও, ঐরূপ সদ্ভাব দেখিয়া, উহাদের প্রশংসা করে।

ভাইভাই সদ্ভাবে থাকিলে, পারিবারিক সুখে কালযাপন করা যায়। যে পরিবারে, ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে, সে পরিবারে কিছুমাত্র সুখ ও শান্তি থাকে না।

আত্মকলহে, সে পরিবার শীঘ্র উৎসন্ন হইয়া যায়। আমরা পরিবারবদ্ধ হইয়া, বাস করি। ভ্রাতৃবিরোধে পারিবারিক অশান্তির উৎপাদন করা, আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

ভরত।

ভরত, মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন, নগরে কোনরূপ উৎসব নাই। নগরবাসী-দিগের গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, কেহ গৃহে নাই। রাজপথে, দেবালয়ে বা বিপণিতে লোকসমাগম নাই। সকলই যেন, শূন্য রহিয়াছে। ভরত এইরূপ অমঙ্গল চিহ্ন দেখিয়া, যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন। তিনি অবনতবদনে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পিতাকে সে স্থানে দেখিতে পাইলেন না; অনন্তর মাতৃগৃহে যাইয়া মাতার চরণবন্দনা করিয়া সকলের কুশলজিজ্ঞাসা করিলেন।

রামের বনবাসে ও আপনার রাজ্যলাভে, ভরত সুখী হইবেন ভাবিয়া নির্লজ্জা কৈকেয়ী, তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্তের বর্ণন করিয়া, কহিলেন, "বৎস! মহারাজ, প্রিয়পুত্র রামের শোকে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এখন তুমিই রাজা হইলে; অতএব রাজ-

সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, যথানিয়মে প্রজাপালন কর।”

ভ্রাতৃবৎসল, সুশীল ভরত পিতৃমরণ এবং রামলক্ষ্মণ ও সীতার নির্ব্বাসনের কথা শুনিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে, এই গর্হিত কার্য্যের জন্য জননীর যার পর নাই নিন্দা করিলেন। অনন্তর ভরত নিয়মিত দিবসে, পিতার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিয়া পবিত্র হইলে বহুসংখ্যক লোকে, তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে, অনুরোধ করিল। কিন্তু, ভরত তাহাদিগকে কহিলেন. দেখ জ্যেষ্ঠের রাজা হওয়া, আমাদের কুলব্যবহার, অতএব, রাজ্যভারগ্রহণ করিতে আমায় অনুরোধ করা, তোমাদের উচিত হইতেছে না। আর্য্য রাম, আমাদের জ্যেষ্ঠ, তিনিই রাজা হইবেন। আর, আমি অরণ্যে গিয়া, চতুর্দ্দশবৎসর অবস্থিতি করিব। ভরত ইহা কহিয়া বহুসংখ্য সৈন্য ও রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকের সহিত, বনবাসী রামের নিকট, যাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে অরণ্যযাত্রার সমস্ত আয়োজন হইল। ভরত সকলের সমভিব্যাহারে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া রোদন করিতে করিতে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে কহিলেন। কিন্তু রাম, পিতৃসত্যরক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, ভরতের কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন

না। তখন ভরত, অগত্যা রামকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি পদতল হইতে পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুন। আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার ঐ পাদুকাকে নিবেদন করিব এবং আপনার ন্যায় জটাবল্কল ধারণ ও ফলমূল ভোজন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্ভাগে আপনার প্রতীক্ষায় থাকিব। রাম সম্মত হইলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদুকাদ্বয় লইয়া, নন্দিগ্রাম নামক স্থানে যাইয়া রাজ্যে উহার অভিষেক করিলেন এবং উহার সম্মানার্থে স্বয়ং ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তিনি সমস্ত রাজ-কার্য্য অগ্রে ঐ পাদুকাকে জ্ঞাপন করিয়া পরে যথারীতি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত উপহার অগ্রে ঐ পাদুকাকে নিবেদন করিয়া, পরে কোষাগারে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি, এইরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণের কার্য্য ভ্রাতৃবাৎসল্যের আর একটি উৎ-কৃষ্ট দৃষ্টান্ত। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শুশ্রূষার জন্য পিতা মাতা ও স্ত্রীকে ছাড়িয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বীর বেশে, বনে বনে বেড়াইয়াছিলেন। রাম ও সীতার সেবার জন্য, তিনি, কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। লক্ষ্মণ, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপত্নীর ভোজনের জন্য, গভীর

বন হইতে, ফলমূল আহরণ করিয়া আনিতেন; তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত, সুশীতল জল আনিয়া দিতেন, এবং রাত্রিতে, উভয়ে নিদ্রাভিভূত হইলে, ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া, কুটীরের দ্বারদেশে রক্ষা করিতেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, এইরূপ নানাবিষয়ে, ভ্রাতৃবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

দয়ালুতা ও পরোপকারিতা।

দয়া, আমাদিগকে পরের হিতসাধনে প্রবর্ত্তিত করে। সংসারে, অনেককে, সময়ে সময়ে, নানা বিপদে পড়িতে হয়। দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি, সর্ব্বদা অপরের বিপদ নিবারণে প্রস্তুত থাকেন। আমরা, দয়ার বশীভূত হইয়া, অপরের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহার সহিত স্নিগ্ধ ব্যবহার করিতে উদ্যত হই এবং আবশ্যক হইলে, তাহার যথোচিত সাহায্য করি। সংসারে, সকলের অবস্থা সমান নহে; কেহ, দুঃখে ও দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া, অতি কষ্টে কালযাপন করে, কেহ, বিপত্তিসময়ে সহায়শূন্য হইয়া, সাতিশয়

দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, কেহ বা, রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা না পাইয়া, সংসার শূন্য অরণ্যময় বোধ করে। দয়ালু ব্যক্তি, ইহাদের দুরবস্থার মোচনে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন। তিনি, বাক্‌শক্তিশূন্য নিরুপায় জীবদিগের সহিতও, কখন অসদ্ব্যবহার করেন না। যাহাতে ঐ সকল জীব অনাহারে, অতি পরিশ্রমে, বা অপরের অসদ্ব্যবহারে, নিপীড়িত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন।

পশুপক্ষীদিগের পীড়ন করা নির্দ্দয়তার কার্য্য। উহাদের বাক্‌শক্তি নাই, উহারা আপনাদের অভাব ও কষ্ট, অপরকে জানাইতে পারে না। উহাদের প্রতিও দয়াপ্রকাশ করা উচিত। এক ব্যক্তিকে সহায়হীন, দুর্ব্বল বা অসমর্থ দেখিয়া, তাহার অনিষ্টসাধনে উদ্যত হওয়া নির্দ্দয় লোকের কর্ম্ম। নির্দ্দয় ব্যক্তি, কখন সন্তোষের অধিকারী হইতে পারে না। অপরের অভাবে, দুঃখে, দরিদ্র্যে ও বিপদে, আমাদের সর্ব্বদা, দয়াপ্রকাশ করা উচিত। আমরা দয়ালুতার জন্যই পরের উপকার করিয়া থাকি। পরোপকার একটি মহৎ ধর্ম্ম। যিনি নিয়ত এই ধর্ম্মের পালন করেন, সংসারে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।

বুঁদীর রাণী।

রাজপুতনায় বুঁদী নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। সিপাহিযুদ্ধের সময়ে, ঐ রাজ্যের অধিপতি, বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে। যে সকল, কুলকন্যা ও শিশুসন্তান, এক সময়ে সুখসৌভাগ্যে লালিত হইত। তাহারা খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া, আশ্রয়স্থানের অভাবে, দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র, ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে, নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই দুর্গতির সংবাদে, কামিনীর কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী, স্বামীর অজ্ঞাতসারে, বিশ্বস্ত লোকদ্বারা, নিজের ব্যয়ে, অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকট আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। এই সঙ্গে পাদুকাপ্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল! বুঁদীর অধিপতি, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং শত্রুপক্ষের প্রতি পত্নীর এই সদ্ব্যবহার, তাঁহার গোচর হইল না। রাজমহিষীর সাহায্যে, নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থশরীরে দিল্লীস্থ ইঙ্গরেজসেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না করিলে,

ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্যদানে যে, আপনার প্রাণহানির সম্ভাবনা আছে, তাহা রাণী জানিতেন। কিন্তু, তাহা জানিয়াও, তিনি পরোপকার রূপ মহৎ ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। পরোপ, কারিণী নারী, বিপন্নের সাহায্য করিয়া, পরোপ-কারিতার গৌরবরক্ষা করিলেন। বুঁদীরাজের প্রত্যাগমনের কিছু কাল পরে, এই দয়াবতী রমণীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে-রাজাও ইঙ্গ্‌রেজ সেনাপতি স্যার্ হিউ রোজের সহিত যুদ্ধে, নিহত হন। কি কারণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপে জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, বুঁদীর অরণ্যস্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য করাতে, রাজার আদেশক্রমে রাণীকে বধ করা হয়। কেহ কেহ কহেন, রাজা, নিজহস্তেই পত্নীর প্রাণসংহার করেন।

অযোধ্যার দরিদ্র মহিলা।

অযোধ্যার অন্তর্গত ফৈজাবাদের ডেপুটি কমিশনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন, নিকটবর্ত্তী সেনানিবাসের সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র, একজন বিশ্বস্ত চাপরাসী দ্বারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমুদায় সম্পত্তি পরিত্যাগ পুর্ব্বক

নদীতটে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। এই চাপরাসী তাঁহার স্ত্রীর সহিত যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। সহধর্ম্মিণীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া, ডেপুটি কমিশনর কার্য্যানুরোধে সেনানিবাসে গমন করিলেন। এদিকে কমিশনরের পত্নী, শিবিকারোহণে বিশ্বস্ত ভৃত্যের সঙ্গে, নদীকূলের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সিপাহিগণ এই সময়ে সম্পত্তি লুণ্ঠন ও ইঙ্গ্‌রেজবিনাশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভীতা ও অসহায়া ইঙ্গরেজমহিলা সন্ধ্যাসমাগমে কোন একটি পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটি দয়াশীলা পল্লী-বাসিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, তাঁহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া, একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। এদিকে বাহকগণ শিবিকা নদীকূলে রাখিয়া প্রস্থান করিল। কমিশনরের পত্নী ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি সেই তন্দুরের মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে সিপাহিরা উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে পলায়িত ইঙ্গ্‌রেজ পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং পলায়িত ও আশ্রিতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণসংহার করা হইবে বলিয়া, সকলকে ভয় দেখাইতে লাগিল। আপনার জীবনহানির সম্ভাবনা জানিয়াও কোমল-হৃদয়া আশ্রয়দাত্রী, নিরাশ্রয়া ইঙ্গ্‌রেজমহিলাকে উক্ত-

জ্জিত সিপাহিদিগের হস্তে অর্পণ করিল না। যখন ঐ ইঙ্গ্‌রেজ রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামের পুরুষেরা কৃষিক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহাদের অনেকে ঐ বিষয় অবগত ছিল না। কিন্তু গ্রামবাসিনী অধিকাংশ মহিলাই ঐ বিষয় জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই, উহা প্রকাশ করিল না ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী, দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়াবহ কোলাহল নিবৃত্ত হইল, সিপাহিগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল! ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে, ডেপুটি কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য, সেই স্থানের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী মানসিংহের নিকট যাইয়া, একখানি নৌকা প্রার্থনা করিল। দয়ার্দ্র মানসিংহ, বিপন্নের উদ্ধারার্থে ভৃত্যের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরের পত্নী ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা, আপনাদের সন্তানবর্গের সহিত, নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে সমভিব্যাহারী কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহি বসিয়া রহিল, এবং এখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া, সাধারণের নিকটে ভাণ করিতে লাগিল। দুই এক স্থানে, ইহাদের সহিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু নৌকার ভিতরে পলাতক ইউরোপীয় আছে, ইহা

সিপাহিগণ বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, নৌকা কোন নিরাপদ স্থানে লাগাইয়া, কয়েক জন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটীর জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গমন করিল। এস্থলেও পল্লীবাসিগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে সাহায্যদানে কাতর হইল না। একটী দয়াবতী রমণী শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দ্রুতগতি গ্রামে প্রবেশ করিল এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া, নৌকার নিকট উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ আহ্লাদ সহকারে ইহাদিগকে গ্রহণ করিলেন; ইহারা আপনাদের স্তন্যদানে শিশুদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। সিপাহিগণ জানিতে পারিলে, এই আশ্রয়দাত্রী ও সাহায্যকারিণী মহিলাদিগের প্রাণসংহার করিত। আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপন্ন করিয়াও, উক্ত দয়াবতী রমণীগণ বিপন্নদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করে। এইরূপ সাহায্য পাইয়া, ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ, নিরাপদে এলাহাবাদে উপনীত হন। ডেপুটি কমিশনর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এই মহদুপকার বিস্মৃত হন নাই। যুদ্ধের অবসান হইলে, তাঁহারা উক্ত সদাশয়া মহিলাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

শিষ্টাচার ও সৌজন্য।

কেহ অশিষ্টের আদর করে না। হাজার গুণ থাকিলেও অশিষ্ট ব্যক্তি লোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়া থাকে। লোকসমাজে শিষ্টতার যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, ব্যবহারের সময়ে, সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ রীতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য, অন্যথা, কখনই লোকানুরাগ লাভ করিতে পারা যায় না। অসাধারণ কার্য্যদ্বারা, প্রশংসালাভ করা সকলের সুসাধ্য নহে, এবং সকল সময়ে, সেই কার্য্যসম্পাদনের সুযোগও উপস্থিত হয় না। কিন্তু, অভিবাদন, হস্তস্পর্শ, সপ্রণয় সম্ভাষণ ও অভিনন্দন দ্বারা লোকের হৃদয় আকর্ষণ করা, সহজ ও সকলের ক্ষমতার আয়ত্ত। এই সকল বিষয়ে, অবহেলা করিলে, লোকানুরাগ ও লোকখ্যাতিলাভ করা, দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কোন বিষয়ে, কোন অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির শিষ্টাচারের ত্রুটি লক্ষিত হইলে, লোকে সেই ত্রুটি তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সাধারণের ঐরূপ কোন ত্রুটি দেখিলে, তাহারা বড় বিরক্ত হইয়া উঠে।

শিক্ষকের নিকট বা পুস্তকপাঠে, এইরূপ শিষ্টাচারের

শিক্ষা হয় না। উহা শিখিতে হইলে, মনোযোগপূর্ব্বক লোকব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি শিষ্ট ব্যক্তির সহিত একত্র বাস ও সাধারণকে প্রীত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতই শিষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে। যে শিষ্টাচরণে উপেক্ষা করে, তাহার সহিত কেহই শিষ্ট ব্যবহার করে না, সুতরাং সহজেই তাহার সম্মান নষ্ট হয়। সকলের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে একবারে আকাশে তুলা উচিত নহে। এইরূপ করিলে, লোকে তাহাকে স্তাবক তোষামোদপর বলিয়া ঘৃণা করে।

অনেকে সামান্য শিষ্টাচরণে এরূপ কৌশল দেখায় যে, সহজেই লোকের মন গলিয়া যায়। যাঁহাদের সহিত কোন রূপ ঘনিষ্ঠতা বা গাঢ়তর প্রণয় নাই, আলাপের সময়ে, তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিবে; বিনীতভাবে, বয়োবৃদ্ধদিগের মর্য্যাদারক্ষায় তৎপর থাকিবে। অধীনস্থ কর্ম্মচারী বা ভৃত্যবর্গের সহিত স্নিগ্ধ বন্ধুর ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিবে এবং গুণবিশেষে আদর দেখাইবে। অপরের চিত্তরঞ্জনের সময়ে আপনার মানসম্ভ্রমের দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইলে, সেই পরামর্শের ঔচিত্য-সম্বন্ধে আপনারও মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা দূষণীয়। তুচ্ছ শিষ্টাচারের

অনুরোধে আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মের ব্যাঘাত করা,মূঢ়তার পরিচায়ক।

বিনা কারণে,কাহাকেও মনঃক্ষুণ্ণ বা লজ্জিত করা সৌজন্যের লক্ষণ নহে। আপনার ব্যবহারে ও কার্য্যে সর্ব্বদা সৌজন্যপ্রকাশ করা উচিত।

জয়সিংহ।

জয়সিংহ, জয়পুরের অধিপতি ও দিল্লীর সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি ছিলেন। আওরঙ্গজেব, দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া, অনেকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে, পরাক্রান্ত শিবজী, মহারাষ্ট্রপ্রদেশে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া, ঘোষণা করিয়া, সম্রাটের আদেশপালনে অসম্মত হন। তাঁহার দমনের জন্য, আওরঙ্গজেব, জয়সিংহকে মহারাষ্ট্রদেশে পাঠাইয়া দেন। জয়সিংহ বহুসৈন্য লইয়া, শিবজীর অধিকৃত স্থানে, উপনীত হইলেন। শিবজী, হিন্দু সেনাপতির সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে একজন দূত পাঠাইলেন। জয়সিংহ, দূতের যথোচিত সম্মান করিলেন। কিন্তু তিনি, যাবৎ শিবজী বশীভূত না হন, তাবৎ, যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ করিতে, সম্মত হইলেন না। দূত, শিবজির নিকট প্রত্যাগত হইলেন। শিবজী, এই সময়ে, প্রতাপগড়নামক গিরিদুর্গে

অবস্থিতি করিতেছিলেন। সহসা, তিনি, ঐ স্থান হইতে, রায়গড়নামক অপর একটি গিরিদুর্গে গমন করিলেন, অনন্তর সৈন্যদিগকে কোন বিষয় না জানাইয়া, কয়েকজন মাত্র অনুচরের সহিত, পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক, একবারে জয়সিংহের শিবিরে উপনীত হইয়া, আপনার পরিচয় দিলেন। শিবিরদ্বারের রক্ষকেরা জয়সিংহকে এই সংবাদ দিলে, জয়সিংহ তাঁহাকে, সংবর্দ্ধনা করিয়া আনিবার জন্য, একজন সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাইয়া দিলেন। শিবজী, জয়সিংহের শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে, জয়সিংহ বাহিরে আসিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং যথোচিত সম্মানের সহিত, তাঁহাকে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশিত করিয়া, তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শিবজী, আওরঙ্গজেবের পরমশত্রু ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি, ইচ্ছা করিলেই ঐ পরমশত্রুকে বন্দী করিতে পারিতেন। কিন্তু জয়সিংহ, তাহা না করিয়া সমাগত শত্রুর প্রতি যথোচিত সৌজন্য ও শিষ্টতা দেখাইলেন। এইরূপ শিষ্টতা ও সৌজন্যে প্রীত হইয়া, শিবজী, অতঃপর আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন।

রণজিৎসিংহ।

গুরুগোবিন্দ সিংহ, শিখদিগের মধ্যে, অকালী-নামে, এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ফুলাসিংহ নামক একটি তেজস্বী যুবক, পঞ্জাবের অধিপতি রণজিৎ সিংহের সময়ে, ঐ সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল লর্ড মিণ্টো, মহারাজ রণজিৎসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য, পঞ্জাবে, একজন দূত প্রেরণ করেন। ইঙ্গরেজ দূত পঞ্জাবে উপস্থিত হইলে, ফুলাসিংহ একদা তাঁহার শিবির আক্রমণ করেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদূতের সৈন্যগণ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। তখন ফুলাসিংহ নিষ্কোশিত তরবারি হাতে করিয়া, আপনার কয়েকজন অনুচরের সহিত, মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট আসিয়া, নির্ভয়ে, কহিলেন, "মহারাজ! ইঙ্গরেজেরা, আমার অনুচরদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে, এবং আমাদের যারপরনাই দুরবস্থা করিয়াছে। যদি আপনি, ইহার প্রতিবিধান না করেন, তাহা হইলে, এই তরবারির আঘাতে, আপনার সহিত, আপনার বংশের সমুদয় লোকের প্রাণসংহার করিব।" মহারাজ রণজিৎ, আপনার একজন প্রজার মুখে, এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়াও বিচলিত হইলেন না। তিনি সাতিশয় সৌজন্যের সহিত, ফুলাসিংহকে

কহিলেন, "যুবক! তোমার সাহসের প্রশংসা করি, কিন্তু ইঙ্গরেজদূতের সহিত আমি বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ, তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিব না। আমি মাথা বাড়াইয়া দিতেছি, তুমি আমার মস্তকেই তরবারির আঘাত কর।" মহারাজ রণজিৎ সিংহের এইরূপ সৌজন্যে, ফুলাসিংহ শান্ত হইয়া, মস্তক অবনত করিলেন। রণজিৎ সিংহ, তাঁহাকে, এক যোড়া স্বর্ণাভরণ ও তদীয় অনুচরদিগকে, যথাযোগ্য দ্রব্য দিলেন। ফুলাসিংহ, সন্তোষের সহিত, মহারাজপ্রদত্ত মহাপ্রসাদ লইয়া, চলিয়া গেলেন।

ফুলাসিংহ, মহারাজ রণজিৎ সিংহের অসাধারণ সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া, অতঃপর লোকের প্রতি অত্যাচার করিতে বিরত হন এবং ক্রমে রণজিৎ সিংহের পরম বিশ্বস্ত, প্রধান সেনাপতি হইয়া উঠেন।

কৃতজ্ঞতা।

কেহ, কোন উপকার করিলে, সেই উপকারীর প্রতি যথোচিত অনুরাগ ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ, বা কোন রূপে তাহার হিতসাধন করা, কৃতজ্ঞতার কার্য্য। যে

অন্যকৃত উপকার সহজে ভুলিয়া যায়, এবং উপকারী ব্যক্তির দুঃসময়ে, তাহার কোনরূপ উপকার করিতে অগ্রসর না হয়, সে বড় অকৃতজ্ঞ। অকৃতজ্ঞ হইলে, দয়াধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিতে হয়। সংসারে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির মর্য্যাদা থাকে না। সকলে তাহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ করে। কেহ, তাহার ব্যবহারে সন্তোষ প্রকাশ করে না। সে মহাপাপী হইয়া, আপন পাপের শাস্তি ভোগ করে।

বাক্যে, ব্যবহারে ও কার্য্যে, সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করা উচিত। উপকারী ব্যক্তির অভাবে, তৎসম্পর্কীয় লোকের দুরবস্থার মোচন করাও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যিনি, এইরূপে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করেন, সংসারে, তাঁহার মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তিলাভ হয়।

রামদুলাল।

রামদুলালের কৃতজ্ঞতা, সকলের অনুকরণীয়। রামদুলাল যখন বালক, তখন, একদিন একটি বালক রামদুলালের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। এইসময়ে, অন্য একটি বালক রামদুলালের পক্ষে থাকিয়া, তাঁহার সাহায্য করে। রামদুলাল, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও, এই সামান্য উপকার বিস্মৃত হন নাই, এবং বড়লোক হইয়াও ঐব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ

করেন নাই। ঐ ব্যক্তি যত দিন জীবিত ছিল, রামদুলাল, তাহার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

দোলযাত্রার উপলক্ষে, রামদুলালের মাতামহ, উপায়ন স্বরূপ আপনার কোন আত্মীয়কে কিছু দ্রব্য দিতেন। একবার দারিদ্র্যপ্রযুক্ত, তিনি ঐ উপায়নদ্রব্যের সংস্থান করিতে না পারিয়া দুঃখিত হন। রামদুলাল, এই সময়ে উপার্জ্জনক্ষম হন নাই। সুতরাং, তিনি প্রতিপালক মাতামহের কোনও সাহায্য করিতে পারিলেন না; এইজন্য, তাঁহারও মনে বড় কষ্টবোধ হইল। দরিদ্র যুবক, বাজারে যাইয়া, প্রত্যেক বিপণিস্বামীর নিকট, অভীষ্ট দ্রব্যের ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কাতর প্রার্থনায়, কর্ণপাত করিল না। শেষে একজন, তাঁহার কাতরতাদর্শনে, সদয় হইয়া, ঐ দ্রব্য দিল। বিপণিস্বামী, দয়াপ্রযুক্ত, রামদুলালের অভাব মোচন করিয়াছিল। সে, ইহার জন্য, কিছুই পাইবার আশা করে নাই। কিন্তু কৃতজ্ঞ রামদুলাল এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার সৌভাগ্যের সময়ে, ঐ ব্যক্তি লোকান্তরিত হইয়াছিল। রামদুলাল, তাহার পুত্রদের সন্ধান লইয়া, তাহাদিগকে মাসিক পনর টাকা বৃত্তি দিবার বন্দোবস্ত করেন।

মদনমোহন দত্ত হইতেই, রামদুলালের সম্পদলাভ হয়। রামদুলাল, মদনমোহনের বংশের প্রতি

সমুচিত কৃতজ্ঞতা দেখাইতে, কখনও বিমুখ হন নাই। একদা মদনমোহনবংশীয় এক ব্যক্তি, কোন কারণে, সমাজচ্যুত হন। রামদুলাল এই সমাজ-ভ্রষ্টকে সমাজে তুলিতে, অকাতরে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কৃতজ্ঞতার এইরূপ মহৎ দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

গুরুভক্তি।

আমরা যাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করি, তিনি আমাদের পরম গুরু। গুরুর উপদেশ না পাইলে, আমরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া থাকিতাম ; আমাদের হিতাহিতের বোধ থাকিত না, ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারে ক্ষমতা জন্মিত না, এবং কোন বিষয় জানিবার বা বুঝিবার সামর্থ্য হইত না। মানুষ জন্মিবামাত্র জ্ঞানী হয় না। তাহাকে, নানাবিষয়ের শিক্ষা করিয়া, এবং সংসারের নানা ব্যবস্থা দেখিয়া, বিজ্ঞ হইতে হয়। গুরু, আমাদের সমক্ষে, বিজ্ঞতা উপার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। আমরা ঐ পথ অবলম্বন করিয়া, ক্রমে বিজ্ঞ ও দূরদর্শী হইয়া উঠি।

বাল্যকাল হইতেই, আমাদিগকে গুরুর সাহায্যগ্রহণ করিতে হয়। আমরা বাল্যকালে, গুরুর নিকট যে শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা আমাদের জ্ঞানের উন্মেষ ও বুদ্ধি সংস্কৃত হয়; গুরুর উপদেশে, ক্রমে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকে। আমরা উহা কাযে লাগাইয়া নানা অভাবের মোচন করি। ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে, পুণ্যলাভ হয় না, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে, অর্থোপার্জ্জন করা যায় না, এবং বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি না থাকিলে, মহাপুরুষ বলিয়া গণনীয় হওয়া যায় না। গুরুর উপদেশে আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে এবং বুদ্ধি সংস্কৃত হয়। যিনি আমাদের এত উপকার করেন, তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রকাশ করা আমাদের উচিত।

শিক্ষাদাতা গুরু আমাদের পরম পূজনীয় ব্যক্তি। কায়মনোবাক্যে তাঁহার আদেশপালন করা কর্ত্তব্য। কখনও তাঁহার সমক্ষে অসৌজন্য বা অবিনয় প্রকাশ করা উচিত নহে।

আরুণি।

পূর্ব্বকালে আয়োদধৌম্যনামক এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার একটি শিষ্যের নাম আরুণি। আয়োদধৌম্য বড় সদয়প্রকৃতি ছিলেন না। শিষ্যেরা কতদূর কষ্ট সহিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, তিনি সময়ে

সময়ে শিষ্যদিগকে অনেক কঠোর কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। শিষ্যগণ বাল্যকাল হইতেই পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি এক দিন, আরুণিকে ধান্যক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে বলিলেন। আরুণি, গুরুর আদেশে ক্ষেত্রে যাইয়া, আলি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অনেক যত্ন করিয়াও উহা বাঁধিতে পারিলেন না। জলরাশির বেগ নিরুদ্ধ করা, তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন তিনি, ভাবিলেন, আলি বাঁধিতে না পারিলে সমস্ত জল ক্ষেত্র হইতে নিঃসৃত হইয়া যাইবে, সুতরাং গুরুর ধান্যের বড় ক্ষতি হইবে, গুরুর আদেশপালন করিতে নাপারাতে আমিও প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব। ইহা ভাবিয়া, আরুণি নিজেই সেই স্থানে শুইয়া, জলের পথ রোধ করিলেন। এইরূপে অনেক সময় গেল, আরুণি আর কিছুতেই সে স্থান হইতে উঠিলেন না। আলি বাঁধিতে অক্ষম হওয়াতে, গুরুর আদেশপালনজন্য, নিজেই আলিস্বরূপ হইয়া রহিলেন। পরে, কোন সময়ে, গুরু অপরাপর শিষ্যদিগকে আরুণির কথা জিজ্ঞাসিলে, তাঁহারা কহিল, "আরুণি আপনার আদেশে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে গিয়াছে।" গুরু কহিলেন, "যেখানে আরুণি গিয়াছে, চল, আমরাও সেইখানে যাই।" আয়োদধৌম্য উপস্থিত হইয়া, আরুণিকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস

আরুণি! কোথায় গিয়াছ, আমার কাছে আইস।” আরুণি, গুরুর কথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া অতিবিনীতভাবে গুরুকে কহিলেন, “ক্ষেত্র হইতে যে জল বাহির হইতেছিল, কিছুতেই তাহার রোধ করিতে পারি নাই, এজন্য আমি নিজে শুইয়া সেই জল রোধ করিয়াছিলাম; এখন আপনার কথায় উঠিয়া আসিলাম। অভিবাদন করি, আর কি আদেশপালন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।” আয়োদধৌম্য শিষ্যের এইরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা ও গুরুভক্তি দেখিয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি যথাসাধ্য আমার আদেশপালন করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হইবে। সমস্ত বেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার আয়ত্ত হইয়া উঠিবে। তুমি শস্যক্ষেত্রের আলি ভেদ করিয়া উঠিয়াছ, এজন্য আজি হইতে তুমি ‘উদ্দালক’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিবে।” আরুণি এইরূপে শুশ্রূষায় গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া, অভীষ্ট বর পাইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

আত্মসংযম।

আমরা যে গুণের বলে কুপ্রবৃত্তি সকলের দমন করি, এবং ভোগবিলাসপ্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, নিয়মিত রূপে স্বকর্ত্তব্যের পালনে যত্নপর হই, সেইগুণ, আত্মসংযম বলিয়া কথিত হয়। সকলের আত্মসংযম অভ্যাস করা আবশ্যক। সংসারের চারিদিকেই পাপ, লোকের অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; চারিদিকেই প্রলোভন-সামগ্রী বিস্তৃত আছে। এই পাপ ও প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা না করিলে, আমাদের নানা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমরা যদি লোভ ও মোহ প্রযুক্ত, একবার কোন পাপজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে নিয়ত ঐ পাপকার্য্য করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে, আমরা ক্রমে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠি এবং সকলের অশ্রদ্ধেয় হইয়া, দুঃসহ মনোযাতনায়, কালাতিপাত করি। আত্মসংযম আমাদিগকে পাপজনক কার্য্য হইতে দূরে রাখে। আত্মসংযম না থাকিলে আমরা লোভ ও মোহ বশীভূত রাখিতে পারি না, এবং পাপ হইতে দূরে থাকিয়া সৎপথ অবলম্বনকরিতে, অগ্রসর হই না। যাহা পাপজনক ও যাহা অকর্ত্তব্য, তাহা আত্মসংযমবলে, চিরকাল ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা উচিত।

আত্মসংযম সকল ধর্ম্মের মূল। কেহ কোন কার্য্য-সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াও, যদি আত্মসংযম হইতে বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে, হয়ত, সে বিলাসী ও ভোগাসক্ত এবং অলস হইয়া, আপনার কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্যসাধনে ঔদাসীন্যপ্রযুক্ত শেষে তাহার দুর্গতির একশেষ হয়। আত্মসংযম থাকিলে, আমাদিগকে কখনও কোন বিষয়ে চলচিত্ত হইতে হয় না। আমরা সকলসময়ে সংযতচিত্তে কার্য্য করিয়া, আত্মগৌরব রক্ষা করিতে পারি।

গুরু গোবিন্দসিংহ।

গুরু গোবিন্দসিংহ শিখদিগের দশম গুরু। ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব শিখদিগকে সাতিশয় উৎপীড়িত করিতেন। তাঁহার আদেশে গুরুগোবিন্দের পিতা তেগ বাহাদুর অবরুদ্ধ ও দিল্লীতে আনীত হন। দিল্লীতে যাইবার সময়ে, তেগ বাহাদুর, গোবিন্দকে গুরুর পদ দিয়া, কহেন, “বৎস! শক্ররা আমাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার জন্য, আসিয়াছে। যদি তাহারা আমাকে হত্যা করে, তাহা হইলে আমার জন্য শোকে অধীর হইও না। তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইলে। দেখিও, মৃত্যুর পর, আমার দেহ যেন শৃগাল কুক্কুরে নষ্ট না করে, এবং এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হয়।”

ইহার পর তেগ বাহাদুর দিল্লীতে আনীত হইলে, আওরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হন।

যখন তেগ বাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দের বয়স পনর বৎসর। এই তরুণবয়সেই তাঁহার এরূপ আত্মসংযম অভ্যাস হইয়াছিল যে, তিনি সমস্ত ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া, কঠোরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষার জন্য, যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের অত্যাচার হইতে অব্যাহতিলাভ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, শিষ্যদিগকে, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও রণনিপুণ করিতে উদ্যত হন। পাছে ধন-সম্পত্তিতে তাঁহার চিত্তবিকার জন্মে, পাছে তিনি বিলাসী হইয়া, কঠোর কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন হন, এবং পাছে, তাঁহার শিষ্যেরা, তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া, পরিশ্রমে ও কষ্টসহিষ্ণুতায় বিসর্জ্জন দিয়া, স্বদেশকে অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে, এইজন্য, তিনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি শতদ্রু নদীতে নিক্ষেপ করেন।

একদা, গোবিন্দের একজন শিষ্য, সিন্ধুদেশ হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের দুইখানি সুন্দর হস্তাভরণ আনিয়া তাঁহাকে দিল। গোবিন্দ প্রথমে ঐ আভরণ লইতে অসম্মত হইলেন; শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া অগত্যা উহা হস্তে ধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার

কিছু কাল পরে, তিনি নিকটবর্ত্তী নদীতে যাইয়া, সেই আভরণের একখানি জলে ফেলিয়া দিলেন। পূর্ব্বোক্ত শিষ্য,গুরুর এক হাত আভরণশূন্য দেখিয়া,কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, গোবিন্দ কহিলেন "একখানি অলঙ্কার নদীগর্ভ-শায়ী হইয়াছে।" শিষ্য, ইহা শুনিয়া, একজন ডুবরী আনিয়া, তাহাকে কহিল, যদি সে অলঙ্কার তুলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ডুবরী সম্মত হইল। শিষ্য, কোন্ স্থানে অলঙ্কার পড়িয়া গিয়াছে, দেখাইয়া দিবার জন্য, গুরুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিল। গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কারখানি ফেলিয়া কহিলেন, "ঐ স্থানে পড়িয়া গিয়াছে। শিষ্য, গুরুর এইরূপ অসাধারণ আত্মসংযম দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং আপনিও আত্মসংযমবলে, ভোগাবিলাস পরিত্যাগ করিয়া, জীবনের মহৎ ব্রতসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিল। এইরূপ কঠোরভাবে আত্মসংযম শিক্ষা দিয়া,গুরু গোবিন্দ, শেষে, শিখসম্প্রদায়কে মহাবল পরাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

স্বদেশানুরাগ।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, হৃদয়ের একটি মহৎগুণ। এই গুণ থাকাতে স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্ন ও স্বদেশীয়-দিগের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়। কোন বিষয়ে, স্বদেশের অনিষ্ট ঘটিলে, অথবা, কোন অংশে, অন্যদেশ অপেক্ষা স্বদেশ নিকৃষ্ট হইলে, লোকে, ঐ অনিষ্টের নিবারণ ও দোষসমূহের সংশোধন করিয়া, স্বদেশকে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট করিয়া তুলিতে, যত্নশীল হয়। কেহ, স্বদেশ আক্রমণ করিলে, তাহারা স্বদেশের জন্য, প্রাণ দিতেও কাতর হয় না। স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগেই, তাহারা এই সকল কার্য্যে উদ্যত হইয়া থাকে। স্বদেশ যতই অপকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত হউক না কেন, তাহাদের নিকট উহা স্বর্গের সমান বোধ হয়। এইরূপ অকৃত্রিম অনুরাগপ্রযুক্তই, ইঙ্গ্‌রেজেরা স্বদেশের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন।

স্বদেশানুরাগ ন্যায়সম্মত না হইলে, উহা দ্বারা স্বদেশের কোন উপকার হয় না। যদি কেহ স্বদেশের মন্দ বিষয়ও ভাল জ্ঞান করেন, এবং ঐ বিষয়ের সংশোধনে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার স্বদেশানুরাগ ন্যায়সম্মত নয়। ঐ স্বদেশানুরাগ দ্বারা তাঁহার

দেশেরও কোনও উপকার হয় না। স্বদেশের সকল বিষয়ই, সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করা, যেরূপ ন্যায়সম্মত স্বদেশানুরাগ নহে, সেইরূপ, স্বদেশের লোক ভিন্ন, অপর সকলের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ ও তাহাদের অনিষ্টসাধন করাও, প্রকৃত স্বদেশানুরাগের লক্ষণ নহে। আমরা স্বদেশকে যেরূপ ভাল বাসি, অপর সকলেও যে, স্বদেশকে সেইরূপ ভাল বাসে, ইহা আমাদের মনে রাখা উচিত। এই জন্য, অপর দেশের অহিতসাধনে উদ্যত হওয়া, কর্ত্তব্য নহে। স্বদেশানুরাগ ন্যায়ানুগত হইলেই, উহাদ্বারা সর্ব্বাংশে সুফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

প্রতাপ সিংহ।

প্রতাপসিংহ যখন, মিবারের সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন ঐ প্রদেশের বড় শোচনীয় দশা ঘটিয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহ, মিবারের প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ চিতোর হস্তগত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। মিবারের অধিপতিরা ঐ দুর্গে অবস্থিতি করিতেন। আকবরের আক্রমণসময়ে প্রতাপসিংহের পিতা উদয়সিংহ, চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া, উহার নাম উদয়পুর রাখেন। উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে, প্রতাপসিংহ, মিবারের রাজা হন।

আকবরের সহিত যুদ্ধে যদিও অনেক রাজপুত বীর প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি প্রতাপ চলচিত্ত হন নাই। তিনি চিতোরের উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায় অটল রহিল। তিনি স্বদেশানুরাগে উত্তেজিত হইয়া, অনুচরবর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপের এইরূপ উৎসাহে অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজপুতগণ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মাড়বার, আম্বের, বিকানের এবং বুঁদীর অধিপতিগণও স্বজাতিপ্রিয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া, আকবরের পক্ষসমর্থনে ক্রটি করিলেন না। অধিক কি, তাঁহার ভ্রাতা শক্তসিংহও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, শত্রুদলে মিশিলেন। কিন্তু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতাপ, ইহাতেও হতাশ্বাস হইলেন না; তিনি স্বদেশের উদ্ধারার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

প্রতাপ, এইরূপে আত্মীয়বন্ধুজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, পঁচিশ বৎসরকাল মোগলশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই সময়ে, এক এক বার তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হয়। স্বয়ং পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, স্ত্রীপুত্রের সহিত পার্ব্বত্য ফল খাইয়া, কষ্টে কালাতিপাত করেন, তথাপি তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ স্বদেশানুরাগ, পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

চিতোরধ্বংসের স্মরণার্থে প্রতাপ সর্ব্বপ্রকার বিলাসদ্রব্যের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র পরিত্যগ করিয়া, বৃক্ষপত্রে অন্ন আহার করিতেন, কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, তৃণাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতেন এবং ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন। তাঁহার আজ্ঞায় অগ্রবর্ত্তী রণদুন্দুভি, সকলের পশ্চাতে ধ্বনিত হইত। মিবারের এই শোকচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রতাপের বংশীয়গণ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আহারপাত্রের নীচে, বৃক্ষপত্র ও শয্যার নীচে, তৃণ রাখিয়া থাকেন।

আকবর, প্রতাপসিংহকে পরাজিত ও বশীভূত করিবার জন্য, মানসিংহ ও মহব্বৎ খাঁ নামক সেনাপতির অধীনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ, বাইশ হাজার রাজপুতের সাহস ও স্বদেশীয় পর্ব্বতমালার উপর নির্ভর করিয়া ঐ সৈন্যদলের গতিরোধার্থে উদ্যত হইলেন। যে স্থলে তাঁহার সৈন্য সন্নিবেশিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় আট মাইল। এই স্থান কেবল পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। ইহার, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, সকল দিকেই উন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে রহিয়াছে। এই গিরিসঙ্কট হল্‌দিঘাট নামে প্রসিদ্ধ। প্রতাপ মিবারের আশাভরসার স্থল

রাজপুতদিগের সহিত এই গিরিসঙ্কট আশ্রয় করিয়া, দণ্ডায়মান হন। মোগল সৈন্য উপস্থিত হইলে, তুমুল সংগ্রাম হয়। রাজপুতগণ অসামান্য পরাক্রম ও অশ্রুতপূর্ব্ব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। মোগল সৈন্য বিজয়ী হয়। চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুতের শোণিতে হল্‌দিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হয়; প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করেন।

প্রতাপ অনুচরবিহীন হইয়া চৈতকনামক নীলবর্ণ অশ্ব আরোহণে রণস্থল পরিত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হয়, তখন চৈতক লম্ফদিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া, স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। এই সময়ে শক্তসিংহ পশ্চাদ্ধাবিত মোগল সৈনিকদ্বয়কে নিহত করিয়া, প্রতাপের নিকট আসিয়া, ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। প্রতাপ, সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তিনি ভ্রাতার সমস্ত অপরাধের মার্জ্জনা করিলেন। শক্তসিংহও, পরে পুনর্ম্মিলিত হইব বলিয়া, সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। এদিকে যুদ্ধস্থলে আহত হওয়াতে চৈতক প্রাণত্যাগ করিল। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থে প্রতাপ ঐ স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। অদ্যাপি ঐ স্থান "চৈতকৃকা চবুতর্" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

মিবারের রাজধানী শত্রুর হস্তে পতিত হইল। প্রতাপ পরিবারবর্গের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অরণ্যে অরণ্যে বেড়াইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতাপসিংহ এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা, বিশ্বাসী ভিলগণ প্রতাপের পরিবারবর্গকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া, আহারদ্বারা সকলের প্রাণরক্ষা করে।

প্রতাপসিংহ, এইরূপ নিদারুণ কষ্ট সহিয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানগণের কষ্ট, এক এক সময়ে তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। দুরন্ত মোগলগণ এ পর্য্যন্তও তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইল না। তিনি পাঁচ বার খাদ্য সামগ্রীর অয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েক খানি রুটী প্রস্তুত করেন। এই খাদ্যের একাংশ, সকলে সেই সময়ে ভোজন করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। কিন্তু একটি বন্য মার্জ্জার, অকস্মাৎ ঐ অবশিষ্ট রুটী হইয়া পলায়ন করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রতাপের একটি দুহিতা কাতরভাবে কাঁদিয়া উঠে। প্রতাপ

অদূরে তৃণশয্যায় শয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার আর্ত্তস্বরে চমকিত হইয়া দেখেন, খাদ্য সামগ্রী অপহৃত হওয়াতে, বালিকা রোদন করিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে হলদিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিতস্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লানবদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান রক্ষার্থে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে রাজপুত জাতির গৌরবরক্ষার জন্য, রণস্থলের বিভীষিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া, কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহবিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু, এখন তিনি, স্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, যেন শত শত কালভুজঙ্গ আসিয়া, সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল। প্রতাপ এই সময়ে, আকবরের নিকট, আত্মসমর্পণের ইচ্ছা করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে প্রতাপের মত পরিবর্ত্তিত হইল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকট, অবনতিস্বীকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ, কিছুতেই পর্ব্বতকন্দরে থাকিতে না পারিয়া, মিবার পরিত্যাগপূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধুনদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প

হইলেন। এই সঙ্কল্পসিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিয়া, প্রতাপের নিকট উপস্থিত করিলেন। ঐ সম্পত্তি এত ছিল যে, উহাদ্বারা দ্বাদশ বর্ষকাল পঞ্চবিংশতি সহস্র ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। প্রতাপসিংহ, মন্ত্রীর রাজভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সাহসসহকারে অভীষ্ট কার্য্যসাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল। প্রতাপ, ইহাদিগকে লইয়া, দেবীর নামক স্থানে মোগল সৈন্য পরাজিত করিলেন। রাজধানী উদয়পুরও হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত, সমস্ত মিবারপ্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। পরাক্রান্ত আক্‌বর শাহ, বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারে যে বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ এক দেবীরের যুদ্ধে তাহা আপনার হস্তগত করিলেন। কিন্তু, এইরূপ বিজয়ী হইলেও, প্রতাপ, জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পর্ব্বতশিখরে উঠিলেই তাঁহার নেত্র চিতোরের দুর্গপ্রচীরের দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন।

যে চিতোরে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ, সুখে কালাতিপাত করিতেন, এখন সেই চিতোর শ্মশান। সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈলশ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে! প্রতাপ প্রায়ই এই রূপ চিন্তায় অবসন্ন হইতেন।

এইরূপ অন্তর্দ্দাহে, প্রতাপ তরুণবয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া, শীঘ্র তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ পেশোলা হ্রদের তীরে, দুর্গতির সময়ে আপনাদিগকে বর্ষা হইতে রক্ষা করিবার জন্য, যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ, স্বীয় তনয় অমরসিংহের প্রতি আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমরসিংহ সৌখীন যুবক। রাজ্য-রক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহনীয় হইবে না। তনয়ের বিলাসপ্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন; অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা-হইতে অন্তর্হিত হইল না; এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্নমৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। একজন সর্দ্দার ইহা দেখিয়া, প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বহির্গত হইতে পারিতেছে না।

প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য, আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।" পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতারক্ষার জন্য, এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।" সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন; "যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।" প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্ত ভাবে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

এইরূপে স্বদেশানুরাগী প্রতাপসিংহের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। এই রাজপুতশ্রেষ্ঠের অবদান ইতিহাসে অধিকতর মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রতাপসিংহ, স্বদেশানুরাগের একশেষ দেখাইয়া, দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত ও সহায়সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এই জন্য, আজ পর্য্যন্ত প্রতাপসিংহ, প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। প্রতাপসিংহের কার্য্য, রাজপুতনার

অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্ত্বের বিষয়। কোনও ব্যক্তি, রাজবংশে জন্মিয়া, এবং বহুসম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপসিংহের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হন নাই। কোনও ব্যক্তি, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, প্রতাপ-সিংহের ন্যায় স্বদেশানুরাগের পরিচয় দেন নাই। প্রতাপসিংহের এই গৌরব, কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

সত্যপ্রতিজ্ঞতা।

কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলে, সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রতিজ্ঞার পালন করা উচিত। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া, যদি তাহা রক্ষা না করে, তাহা হইলে, সে লোকসমাজে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। কেহ, তাহার কথায়, কখনও বিশ্বাস করে না। অধিকন্তু, তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দ্বারা, অপরেরও অনিষ্ট ঘটে। সময়ে সময়ে, এরূপ দেখা যায় যে, একজন, অপরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, কার্য্য-বিশেষের অনুষ্ঠান করে; কিন্তু যদি শেষে প্রতিজ্ঞা-কারী, আপনার প্রতিজ্ঞারক্ষায় উদাসীন হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির কার্য্যহানি হয়; অথবা সেই কার্য্যের নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে।

প্রতিজ্ঞার সময়ে, আপনার ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিকে দৃষ্টি রাখা বিধেয়। যে বিষয় নিষ্পন্ন করিবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা নাই, সে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা উচিত নহে। অনেকে, আপাততঃ লোকানুরাগলাভের জন্য, নানা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা-পালনে তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকে না। ইহাতে লোকে, তাহাদের প্রতি অনুরাগ না দেখাইয়া, বিরক্তিই প্রকাশ করে। এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত ও বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তি কখনও লোকসমাজে শ্রদ্ধা ও খ্যাতিলাভ করিতে পারে না। সত্যপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি সাধারণের যেরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মে, সেইরূপ তাঁহার প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদাও বাড়িয়া উঠে। কোনও কালে তাঁহার খ্যাতির বিলয় হয় না।

ভীষ্মদেব।

ভীষ্মদেবের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি, অটলভাবে আপন প্রতিজ্ঞার পালন করিয়াছিলেন, জীবিতকালের মধ্যে কখনও দারপরিগ্রহ করেন নাই, এবং রাজ্যভার গ্রহণেও অগ্রসর হন নাই। তাঁহার ক্ষমতা ও বীরত্ব অসাধারণ ছিল। তিনি অনায়াসে, আপনার ক্ষমতায়, পিতৃরাজ্য অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু মহাবীর ভীষ্ম প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

ভয়ে, এরূপ কার্য্যে, হস্তক্ষেপ করেন নাই। প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য, তিনি, বিস্তীর্ণ রাজ্য, অপরিমিতি ধন, অতুল রাজসম্মান, সমুদায়েই উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মশীলতা, নিস্পৃহতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও সত্য-প্রতিজ্ঞতা অতুল্য। তিনি পরমারাধ্য জনকের সন্তোষ-সাধন জন্য, স্বার্থত্যাগী হইয়া অসাধারণ ধর্ম্মশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া, অপূর্ব্ব নিঃস্পৃহতা প্রদর্শিত করিয়াছেন, কখনও স্ত্রীপরিগ্রহ না করিয়া, জিতেন্দ্রিয়তার একশেষ দেখাইয়াছেন, এবং অম্লানভাবে কঠোর প্রতিজ্ঞার পালন করিয়া, অদ্ভুত সত্যপ্রতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। একাধারে এরূপ অসাধারণ গুণসমূহের সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না।

কৃষ্ণপান্তী।

কৃষ্ণ পান্তী, রাণাঘাটের পালচৌধুরী উপাধিতে খ্যাত ভূম্যধিকারীদিগের আদিপুরুষ। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র পাল। সাধারণের মধ্যে, তিনি, কৃষ্ণপান্তীনামেই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণপান্তীর পিতা বড় দরিদ্র ছিলেন; পান বিক্রয় করিয়া, কষ্টে দিনপাত করিতেন। কৃষ্ণপান্তী, প্রথমে ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। শেষে, নানা দ্রব্যের বাণিজ্যে তাঁহার প্রচুর

অর্থ লাভ হয়। তিনি অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া, কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

একদা বাণিজ্যঘটিত গুরুতর কার্য্যের জন্য, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে, কৃষ্ণপান্তী, একখানি দ্রুতগতি নৌকায়, চাকদহ হইতে কলিকাতায় যাত্রা করেন। ডমুরদহনামক স্থানে পহুঁছিতে রাত্রি হইল। তৎকালে ডমুরদহের প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীতে, জলদস্যুর বড় উপদ্রব ছিল। যাত্রীরা, রাত্রিকালে, ঐ স্থান দিয়া, নৌকা বাহিয়া যাইত না। কৃষ্ণপান্তী, এ বিষয় অবগত থাকিলেও, গুরুতর কার্য্যের জন্য, রাত্রিতে ঐ স্থান দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি দস্যুদের ভয়ে, অল্প কয়েকটি টাকা সঙ্গে লইয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, যদি দস্যুরা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, ঐ টাকা কয়েকটি দিয়া, নিষ্কৃতিলাভ করিবেন।

ডমুরদহে পহুঁছিয়া, কৃষ্ণপান্তী, মাঝিকে শীঘ্র শীঘ্র ঐ স্থান অতিক্রম করিতে কহিলেন, এবং দস্যুদের হাতে পড়িলে, আপনার নাম, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিতে, বা তাহাদিগকে গালিদিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। ডমুরদহের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতেই, মাঝি দেখিতে পাইল, দুইখানি নৌকা অতিবেগে তাহার নৌকার অভিমুখে আসিতেছে।

সে, ইহা দেখিয়া, কৃষ্ণপান্তীকে সাবধান হইতে বলিল। কৃষ্ণপান্তী মাঝির কথা শুনিবামাত্র, টাকা কয়েকটি হাতে করিয়া, বাহিরে আসিয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে, ঐ দুই খানি নৌকা তীরবেগে তাঁহার নৌকার দুই পার্শ্বে আসিল। অবিলম্বে দুই নৌকা হইতে দুইজন অস্ত্রধারী দস্যু লম্ফ দিয়া, কৃষ্ণচন্দ্রের নৌকায় উঠিল। আর এক জন, একটি প্রজ্বলিত মশাল হস্তে করিয়া, তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। কৃষ্ণচন্দ্র পাল কালবিলম্ব না করিয়া, টাকা কয়েকটি তাহাদের হস্তে দিলেন। অস্ত্রধারী দস্যুদ্বয়, উহা লইয়া, আপনাদের নৌকায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী মশালধারী ব্যক্তি, কৃষ্ণপান্তীকে চিনিতে পারিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। সুতরাং দস্যুগণ, ঐ অল্প টাকা লইয়া, কৃষ্ণপান্তীকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইল না। অধিক টাকা না পাইলে, তাহারা কৃষ্ণপান্তীকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিয়া, ভাগীরথীতে ফেলিয়া দিবে বলিয়া, ভয় দেখাইতে লাগিল। কৃষ্ণ পান্তী, সভয়ে কহিলেন, "এই টাকা কয়েকটি ব্যতীত, আমার হাতে এখন কিছুই নাই, তোমাদিগকে কি দিব? পূর্ব্বোক্ত মশালধারী ব্যক্তি এই কথায় উত্তর করিল, "তোমার হাতে আর কিছু নাই বটে, কিন্তু তুমি ইচ্ছা করিলে আমাদের প্রার্থনা

পূর্ণ করিতে পার। তোমার কথায় আমাদের বিশ্বাস আছে। অতএব, তুমি এখন আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে, প্রতিজ্ঞা কর, অন্য সময়ে ঐ প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিলেই হইবে"। এই কথার পর, দস্যুরা কৃষ্ণ পান্তীর নিকট, দশ হাজার টাকা চাহিল। কৃষ্ণ পান্তী উপায়ান্তর না দেখিয়া, নির্দ্ধারিত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর স্থির হইল, এক সপ্তাহ পরে, দস্যু-দলের দুই ব্যক্তি; সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণচন্দ্রের, কলিকাতা-স্থিত গদিতে যাইয়া, টাকা লইয়া আসিবে। দস্যুগণ, কৃষ্ণ পান্তীকে সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া জানিত, সুতরাং তাঁহার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল, এবং তিনি প্রথমে, যে কয়েকটি টাকা দিয়াছিলেন, তাহা রাখিয়া গেল।

কলিকাতায় আসিয়া, কৃষ্ণ পান্তী, পুত্রদের নিকট, দস্যুবৃত্তান্তের বর্ণনা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে, দস্যুরা আসিলে, তাহারা, উহাদিগকে শান্তিরক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা জানাইল। ইহাতে কৃষ্ণ পান্তী কহিলেন, "দেখ, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাদিগকে দশ হাজার টাকা দিব। আমার প্রতিজ্ঞার কখনও অন্যথা হইবে না। টাকা না দিলে আমাকে, ধর্ম্মদ্বারে পতিত হইতে হইবে। তোমরা যদি আমার সুপুত্র হও, তাহা হইলেও কখনও, তাহাদিগকে অবরুদ্ধ ও

শান্তিরক্ষকের হস্তে সমর্পিত করিও না।” অনন্তর সপ্তাহ অতীত হইলে, নির্দ্ধারিত সময়ে, দুই ব্যক্তি কৃষ্ণ পান্তীর গদিতে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণপান্তী, দশ তোড়ায় করিয়া, দশ হাজার টাকা তাহাদিগকে দিলেন। তাহারা উহা লইয়া, চলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিজ্ঞা-পালন করিলেই, লোকে ধর্ম্মশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

রাজভক্তি।

কোন দেশের অধিবাসীরা, যদি সকলেই আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে, এবং কাহারও শাসন না মানিয়া, সর্ব্বদা আপনাদের অভিরুচির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে, সে দেশের দুর্গতির অবধি থাকে না। সে দেশে, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের নিরন্তর অত্যাচার হয়; কোন বিষয়ে, শৃঙ্খলা থাকে না; কোন বিষয়ে, কেহ কাহারও সৎপরামর্শের অধীন হইয়া, চলিতে ইচ্ছা করে না; সকলেই উচ্ছৃঙ্খল ও স্বপ্রধান হইয়া উঠে। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে, হয়ত কোন প্রবল শত্রু সেই দেশ জয় করিয়া, উহার অধিবাসীদিগকে অধিকতর নিপীড়িত করিয়া তুলে। অরাজক দেশে, এইরূপ, নানাবিষয়ে অত্যাচার ঘটে। এই জন্য, একজনের হস্তে দেশের শাসনভার থাকে। তিনি রাজপদে

অধিষ্ঠিত হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। তাঁহার শাসন গুণে কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না, কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ হয় না। সকলেই সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করে।

রাজা যথানিয়মে প্রজাপালন করেন, এবং প্রজা-বর্গের উন্নতির জন্য মনোযোগী থাকেন। শাস্ত্রকারেরা রাজাকে দেবতার সমান বলিয়াছেন। রাজার প্রতি ভক্তি থাকা উচিত। প্রজাপালক ও শিষ্টরক্ষক রাজার গুণে, আমাদের নানা বিষয়ে মঙ্গল হয়। আমরা, নিরাপদে লেখাপড়া শিখিতে পারি, নিরাপদে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইয়া, নানাবিষয়, দেখিতে শুনিতে পারি। রাজার শাসনগুণে, কেহই, আমাদের প্রতি অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না। দেশের শাসন জন্য, রাজা, যে সকল সুনিয়ম করেন, তৎসমুদায়ের বশবর্ত্তী হইয়া চলা, আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। রাজবিধির বিরুদ্ধাচারী হইলে, আমাদিগকে রাজদ্বারে শাস্তিভোগ করিতে হয়। রাজার অনিষ্ট চিন্তা করা, বড় পাপ। যে, রাজার অনিষ্ট কামনা করে, এবং অসময়ে রাজার যথোচিত সাহায্য করিতে অগ্রসর না হয়, তাহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া, চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়।

পান্না।

পান্না, মিবাররাজ সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয় সিংহের ধাত্রী। উদয়সিংহের ভূমিষ্ঠহইবার পূর্ব্বেই, সংগ্রাম সিংহ লোকান্তরিত হন। পৃথ্বীরাজ নামে, সংগ্রাম সিংহের এক ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার পুত্র বনবীর, উদয় সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, মিবার প্রদেশের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু, বনবীর রাজ্যলোলুপ হইয়া, আপনার আধিপত্য অব্যাহত রাখিবার জন্য, উদয় সিংহকে বধ করিতে, কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। এই সময়ে উদয় সিংহের বয়স ছয় বৎসর। একদা রাত্রিকালে, উদয় সিংহ, আহার করিয়া, নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে একজন নাপিত, তাড়াতাড়ি আসিয়া, পান্নাকে কহিল, নির্দ্দয় বনবীর, উদয় সিংহকে, অদ্য বধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পান্না, ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ, একটি ফলের চাঙ্গারির মধ্যে, নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া, এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া, উক্ত চাঙ্গারি, নাপিতের হস্তে সমর্পণ করিল, এবং উদয় সিংহের শয্যায় আপনার নিদ্রিত পুত্রকে রাখিয়া দিল। বিশ্বস্ত নাপিত, ঐ চাঙ্গারি লইয়া, নিরাপদ স্থানে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে, বনবীর অসিহস্তে আসিয়া, ধাত্রীর

নিকট, উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পান্না বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের প্রতি, অঙ্গুলি প্রসারণ করিল। বনবীর, উদয় সিংহবোধে সেই ধাত্রীপুত্রেরই প্রাণসংহার করিয়া, চলিয়া গেলেন। রাজবংশীয় কামিনীগণের রোদন ধ্বনির মধ্যে ঐ ধাত্রীপুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পান্না, নীরবে ও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, স্বীয় শিশুসন্তানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত নাপিতের নিকট গমন করিল।

উদয় সিংহ, কয়েক বৎসর, পান্নার তত্ত্বাবধানে দেশান্তরে রক্ষিত হন। অনন্তর, তিনি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, বনবীরের পরিবর্ত্তে, তাঁহাকেই বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া, স্বীকার করেন। পান্না এইরূপে, রাজপুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য, আপনার পুত্রকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া, রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

কুম্ভ।

রাজপুতনায় মাড়বারনামে একটি জনপদ আছে। এই জনপদের অধিকাংশ মরুভূমিতে পরিবৃত। রাঠোরবংশীয় রাজপুতগণ, এই মরুস্থলীর অধিবাসী। রাঠোরগণ, সাহসী, যুদ্ধকুশল ও বীরত্বসম্পন্ন। খ্রীঃ, ষোড়শ শতাব্দীতে, মালদেব মাড়বারের অধিপতি হন। এই সময়ে,কুম্ভ নামে, তাঁহার একজন সেনাপতি ছিলেন।

শের শাহ দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া, একদা, আশি হাজার সৈন্য লইয়া, মাড়বার আক্রমণ করেন। মালদেব, পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সহিত, ঐ সৈন্যের গতিরোধে উদ্যত হইলেন। রাঠোরদিগের পরাক্রমে দিল্লীর সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে পারিল না। শের শাহ মালদেবের ব্যূহভেদে একান্ত অসমর্থ হইলেন। তখন তিনি, নিরুপায় হইয়া, চাতুরী অবলম্বন করিলেন। শের শাহ, একখানি পত্র লিখিয়া, বিশেষ কৌশলের সহিত, উহাতে মালদেবের প্রধান প্রধান সেনাপতির নাম জাল করিলেন। যেন, সেনাপতিগণ ঐ পত্রে শের শাহকে লিখিতেছেন যে, তাঁহারা মালদেবের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন। যুদ্ধের সময়ে, সকলেই আপন আপন সৈন্য লইয়া, দিল্লীর সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইবেন। শের শাহের কৌশলে উক্ত পত্র মালদেবের হস্তগত হইল। পত্র পাইয়া, মালদেব হত-বুদ্ধি হইলেন। তিনি, আপনার সেনাপতিদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া স্থির করিয়া, তাহাদিগহইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই আকস্মিক ব্যাপারে, রাজভক্ত কুম্ভের সাতিশয় মনঃক্ষোভ জন্মিল। কুম্ভ, মালদেবকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু, মালদেব, কিছুই শুনিলেন না। তেজস্বী কুম্ভ, মাল-দেবকে আর কোন কথা না বলিয়া, আপনার সৈন্যদল

লইয়া প্রভূত পরাক্রমে, শের সাহের সৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কুম্ভ, দশ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া, শের সাহের আশি হাজার সৈন্য আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রণকৌশলে ও অদ্ভুত বীরত্বে, সম্রাটের সৈন্যের অনেকে, নিহত হইল। দুরন্ত শত্রু, তাঁহার রাজ-ভক্তিতে কলঙ্কারোপ করিয়াছে, এই অবমাননায় উত্তেজিত হইয়া তিনি, আর কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, কেবল শত্রুসৈন্যের সংহার করিতে লাগিলেন। শের শাহ, এই বীর পুরুষের, সাহস ও পরাক্রম দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল। কুম্ভ, অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া, পরিশ্রান্ত হইলেও রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি অকাতরে যুদ্ধ করিতে করিতে, ঐ পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করিয়া, রাজভক্তির পবিত্রতা রক্ষা করিলেন। তাঁহার রাজভক্তিতে, মাড়বাররাজ মালদেব নিরুপদ্রব হইলেন। শের শাহ আর যুদ্ধ না করিয়া, মাড়বার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিলেন।

এই রাঠোরবীরের পরাক্রমে, শের শাহ চমকিত হইয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধাবসানে মাড়বারের অনুর্ব্বরতা লক্ষ্য করিয়া, কহিয়াছিলেন, "আমি এক মুষ্টি ভুট্টার জন্য, এখনই ভারতসাম্রাজ্য হারাইতেছিলাম।"

রাজার প্রতি, এইরূপ অকপটভাবে, ভক্তি প্রকাশ করা উচিত। রাজভক্তি না থাকিলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়।

রাজার জন্য আত্মত্যাগ।

উদয়সিংহের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ সিংহ, মিবারের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। উদয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শক্ত সিংহ, ভ্রাতার আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কিন্তু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাঁহার সাতিশয় বিদ্বেষভাব ছিল। প্রতাপ সিংহও কনিষ্ঠের প্রতি জাতক্রোধ ছিলেন। ক্রমে, এই বিদ্বেষ ও ক্রোধ গাঢ়তর হইল, ক্রমে, উভয়ে, উভয়ের শোণিতপাতে সচেষ্ট হইলেন।

একদা, প্রতাপ সিংহ, চক্রাকার অস্ত্রক্রীড়াভূমিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তে শাণিত বড়শা ছিল। তিনি ঐ বড়শা হস্তে করিয়া ক্রীড়াভূমিতে অস্ত্রচালনাকৌশলের পরিচয় দিতেছিলেন। এমন সময়ে, শক্ত, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রতাপ গম্ভীরস্বরে কনিষ্ঠকে কহিলেন, "অদ্য এই ক্রীড়াভূমিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে, আমাদের বিবাদের মীমাংসা হইবে; অদ্য দেখিব, শাণিতবড়শাচালনায়, কাহার অধিকতর ক্ষমতা আছে।" শক্ত সম্মত হইলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের

আয়োজন হইল। উভয়ে বড়শা লইয়া, উভয়ের সম্মুখীন হইলেন। মিবারের আশাভরসাস্থল, ভ্রাতৃযুগলের জীবন এইরূপে সংশয়াপন্ন হইল। ঠিক এই সময়ে, উভয় ভ্রাতার মধ্যে, একটি কমনীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। সমাগত ব্যক্তি, সাহসের সহিত, যুদ্ধোদ্যত দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। এই সাহসী পুরুষ মিবারের রাজপুরোহিত।

কুলপুরোহিত দুই ভাইর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "এ ক্রীড়াভূমি; যুদ্ধস্থল নহে। ভাই ভাই যুদ্ধ করা, ক্ষত্রিয়ত্বের লক্ষণ নহে। যুদ্ধে ক্ষান্ত হও। তোমাদের শাণিত বড়শা শত্রুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হউক। বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিও না। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ বাপ্পারাওর পবিত্র কুল কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইও না। দেখিও, ভ্রাতার শোণিতে যেন, ভ্রাতার অস্ত্রের পবিত্রতা নষ্ট না হয়।" কিন্তু, কুলপুরোহিতের একথায় কোন ফল হইল না। বীরযুগল, উভয়ে, উভয়ের জীবনসংহারে উদ্যত হইলেন। শাণিত বড়শা, পূর্ব্বের ন্যায়, উভয়ের হস্তে রহিল। পুরোহিত, ইহা দেখিয়া, মুহূর্ত্তকাল, কি যেন, চিন্তা করিলেন। আর কোন কথা, তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। নিমেষ মধ্যে, তিনি, ক্ষুদ্র তরবারি বাহির করিয়া, আপনার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ

করিলেন। শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইল। রাজ-পুরোহিত, রাজা ও রাজভ্রাতার প্রাণরক্ষার জন্য, অকাতরে আত্মজীবনে বিসর্জ্জন দিলেন।

প্রতাপ ও শক্ত, এই অভাবনীয় ঘটনা দেখিয়া, স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের অঙ্গসকল অবশ ও শিথিল হইয়া পড়িল। পুরোহিতের শব, তাঁহাদের মধ্যস্থলে রহিয়াছিল। তাঁহার শোণিত, তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। প্রতাপসিংহ মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। আর তিনি, কনিষ্ঠকে অস্ত্রাঘাত করিলেন না। কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের প্রতি, অস্ত্রচালনা করিতে উদ্যত হইলেন না। আত্মত্যাগের উদ্দেশ্য সাধিত হইল। প্রতাপ, কনিষ্ঠকে আপনার রাজ্য ছাড়িয়া, যাইতে কহিলেন। শক্ত সিংহ, জ্যেষ্ঠের আদেশে, মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোগল সম্রাট্ আকবরের সহিত মিলিত হইলেন। এরূপ রাজভক্ত, এরূপ নিঃস্বার্থপর, এরূপ হিতৈষী ও এরূপ আত্মত্যাগী ব্যক্তি অতি বিরল।

যথাকালে কার্য্যসম্পাদন।

যে সময়ে, যে কার্য্য করিতে হইবে, এই সময়ে, সেই কার্য্য করা উচিত; নতুবা, কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। সময়ের দিকে লক্ষ্য না থাকিলে, কার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। যদি কেহ, হাতের কায, নির্দ্দিষ্ট সময়ে, শেষ না করে, তাহা হইলে, তাহার অন্যান্য কায অসম্পন্ন থাকে। শেষে, সে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও, সমুদয় কার্য্যের শৃঙ্খলারক্ষা করিতে পারে না; এবং, তাহার সমুদয় কার্য্যও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইয়া উঠে না।

যে নিয়মিত সময়ে, কার্য্য করে, তাহাকে, কোন কার্য্যে বিব্রত হইতে হয় না। যথাকালে কার্য্য করিতে করিতে, তাহার, কার্য্যকরিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এইরূপে পরিশ্রম, ক্ষিপ্রকারিতা, কার্য্যপটুতা, ও শৃঙ্খলা, তাহার অভ্যস্ত হইয়া উঠে। সে, বিদ্যালয়ে, শিক্ষকের নিকট প্রশংসালাভ করে, কার্য্যালয়ে, ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর প্রিয় হয়, এবং ক্রমে উচ্চ পদে অধিরূঢ় হইয়া, মানসম্ভ্রমে কালাতিপাত করিয়া থাকে। অধিকন্তু, তাহার প্রতি, সকলের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা জন্মে। এক ব্যক্তি, প্রতিদিন, পূর্ব্বাহ্ণ সাতটার

সময়ে উপস্থিত হইয়া, আচার্য্যের উপদেশ শুনিত। একদা, ঘড়িতে সাতটা বাজিয়া গেল, তথাপি সে, উপস্থিত হইল না, দেখিয়া, আচার্য্য, কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিলেন। ইহার মধ্যে ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, আচার্য্য তাহাকে কহিলেন, "তুমি, প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া থাক, অদ্য সাতটা বাজিয়া গেলেও, তোমাকে উপস্থিত না দেখিয়া, ভাবিলাম, এইস্থানের ঘড়িটি কিছু দ্রুত চলিতেছে। এইরূপ সন্দেহ হওয়াতে, তোমার আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলাম"। বাস্তবিক, ঐ ঘড়িটি কয়েক মিনিট বেশি চলিতেছিল। যথাকালে কার্য্যসম্পাদন প্রবৃত্ত, ঐ ব্যক্তি, আচার্য্যের এরূপ বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল যে, আচার্য্য কার্য্যস্থলের ঘড়ি ঠিক বলিয়া মনে করেন নাই। এরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হওয়া অল্প গৌরবের বিষয় নহে।

স্বাস্থ্যরক্ষা, বিদ্যাশিক্ষা, বিষয়কর্ম্ম, সকল বিষয়েই সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। নিয়মিত সময়ে স্নান, নিয়মিত সময়ে আহার, নিয়মিত সময়ে ব্যায়াম ও নিয়মিত সময়ে শয়ন না করিলে, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হইলে, শিক্ষকের সমুদয় উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। নিয়মিত সময়ে, কার্য্যস্থলে উপস্থিত

হইয়া, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য না করিলে, কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের বিরাগভাজন হইতে হয়; সুতরাং ভবিষ্যতে উন্নতি-লাভ হয় না। হয়ত, এক সময়ে কর্ম্ম যায়। নিয়মিত সময়ে কার্য্য না করিলে, এই রূপে, সকল বিষয়েই, অনিষ্ট ঘটে। সময়ের প্রতি, ঔদাসীন্য দেখাইলে, অপরেরও কার্য্যক্ষতি হইতে পরে। কেহ, আপনার কোন কার্য্য, সময়ান্তরে করিবার ইচ্ছা করিয়া, কোন বিষয়ে অপরের প্রতীক্ষায় থাকিলে, যদি ঐ ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে, তাহার সময় বৃথা অতিবাহিত হয়, এবং সে, যে কার্য্য অন্য সময়ে করিবে বলিয়া, মনে করিয়াছিল, তাহাও, ঐ সময়ে, সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না।

যে সময়, একবার চলিয়া যায়, তাহা আর ফিরিয়া আইসে না। অতএব, সময় নষ্ট না করিয়া, যথাকালে কার্য্য সম্পাদনকরা উচিত। নতুবা, অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া, চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়।

রণজিৎ সিংহ।

রণজিৎ সিংহ, পঞ্জাবের অধিপতি হইয়া, অনেক দেশ জয় করেন। সাহসে, বীরত্বে, ক্ষিপ্রকারিতায় ও কার্য্যপটুতায়, তৎসময়ে, ভারতবর্ষে আর কেহ তাঁহার সমান ছিল না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ

আতিথেয়তা।

অতিথিসেবা পরম ধর্ম্ম। অতিথি, যে জাতির ও যে অবস্থার হউক না কেন, তাহার আদর ও অভ্যর্থনা না করিলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। অনেকে আপনারা, নানারূপ সুখাদ্য ভোজন করিয়া, পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু পরিশ্রান্ত অভ্যাগত ব্যক্তি তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাহারা, উহার আদর ও অভ্যর্থনা করে না। এই সকল স্বার্থপর ব্যক্তি, লোকসমাজে কখনও শ্রদ্ধালাভ করিতে পারেনা। দূরতর স্থানের আশ্রয়বিহীন লোক শ্রান্ত হইয়া, শান্তিলাভের আশায়, গৃহদ্বারে উপনীত হইলে, তাহাকে আশ্রয় দিয়া, সাধ্যানুসারে, আহারপানে পরিতৃপ্ত করা কর্ত্তব্য। আরবদেশের এক ব্যক্তি, এক জনকে হত্যা করিয়া, কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে অতিথি হয়। গৃহস্বামী তাহাকে আশ্রয় দিয়া যত্নের সহিত আপনার বাটীতে রাখেন। পরে তিনি ঐ ব্যক্তিকে আপনার পিতার হত্যাকারী জানিতে পারিয়া, কহিলেন, "তুমি অতিথি, অতএব এখন তোমাকে শাস্তি দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে। আমি তোমাকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি, তুমি ইহা লইয়া স্থানান্তরে যাও। আর কখনও আমার গৃহে আসিও না; স্থানা-

স্তরেও সাবধানে থাকিও, যেহেতু, সুযোগ পাইলেই আমি তোমার প্রাণসংহার করিব"। প্রকৃত আতিথেয় ব্যক্তি অতিথির প্রতি এইরূপ অসাধারণ সৌজন্য দেখাইয়া থাকেন।

বলগড়ের রাণী।

বলগড়, দিল্লীবিভাগের অন্তর্গত একটি পল্লী। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে রাজপুতবংশীয়া একটি মহিলা এইস্থানে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এই সময়ে সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী অধিকার করে। দিল্লীস্থিত ইঙ্গরেজদিগের অনেকে, আপনাদের স্ত্রী পুত্র লইয়া, নানাস্থানে পলায়ন করেন। উড্ নামক একজন ইঙ্গ্রেজ চিকিৎসক, আপনার সহধর্ম্মিণী ও অপর একটী মহিলাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সিপাহিদিগের গুলির আঘাতে ডাক্তর উডের চিবুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। উড্, এই অবস্থায় দুইটি কুলনারীর সহিত কতিপয় পল্লী অতিক্রম করেন এবং শেষে সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, বলগড়ের রাণীর বাটীতে উপস্থিত হন। রাণী, ইঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে বিমুখ হন নাই। তিনি বিপন্ন অতিথিদিগের বাসের জন্য একটি গৃহ ছাড়িয়া দেন, তাঁহার আদেশে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আগন্তুকেরা আহারপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, সেই স্থানে, সমস্ত রাত্রি

অতিবাহিত করেন। ইঙ্গরেজদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, ইহা, বিদ্রোহী সিপাহিরা জানিতে পারিলে যে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটাইবে, তাহা রাণী জানিতেন, তথাপি, তিনি অতিথিসেবারূপ মহৎ ধর্ম্মের পালনে কাতর হন নাই। আতিথেয়তার গুণে, মানুষ, এইরূপ দেবভাবে পূর্ণ হয়।

বিনয়।

কেহ কেহ এরূপ আছে যে, তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে, বড় বলিয়া মনে করে। তাহারা অপরের সমক্ষে আপনাদের প্রশংসা করিতেও বিমুখ হয় না। তাহাদের কোন মত ভ্রান্ত হইলেও, তাহারা আপনাদের ভ্রান্তি স্বীকার করে না, এবং সকল বিষয়ে আপনাদের প্রাধান্য দেখাইতেও পরাঙ্মুখ হয় না। তাহাদের মনে গর্ব্ব ও অভিমান পূর্ণমাত্রায় থাকে। তাহারা ঐ গর্ব্ব ও অভিমান প্রকাশ করিয়া, অপরসাধারণকে অতি সামান্য জ্ঞান করে। এই সকল লোক অবিনয়ী। বিনয়গুণে ভূষিত না হওয়াতে, ইহারা সকলের অশ্রদ্ধেয় হয়।

আমরা যতই বিদ্যা বা অর্থলাভ করি না কেন, তজ্জন্য আমাদের কখনও গর্ব্ব প্রকাশ করা উচিত নয়। এরূপ আত্মাভিমান নানা অনর্থের মূল। ইহাতে লোক-সমাজে উপহাসাস্পদ হইতে হয়। বিনয়ী ব্যক্তি আপনা-দিগকে সর্ব্বদা সামান্য জ্ঞান করেন। আমাদের মত অভ্রান্ত ও আমরা অতি বড়, এরূপ মনে ভাবা এবং বাহিরে ঐ ভাব প্রকাশকরা, বিনয়ীর লক্ষণ নহে। কেহ প্রশংসা করিলেও, বিনয়ী ব্যক্তি নম্রভাব পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা যে, আপনাদিগকে সামান্য জ্ঞান করেন, তাঁহা-দের ব্যবহারে ও কার্য্যে তাহা, অপরেও বুঝিতে পারে। বিনয়, সকল গুণের ভূষণ। সর্ব্বগুণসম্পন্ন মানুষও বিনয়ের অভাবে, লোকের অপ্রিয় হয়। যিনি বিনয়গুণে ভূষিত হন, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতে কেহই বিমুখ হয় না।

রামদুলাল।

বাণিজ্যব্যবসায়ে রামদুলাল, প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। সে সময়ে, কলিকাতায়, তত্তুল্য ধনী লোক প্রায় ছিলেন না। একবার মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ হইলে, রামদুলাল, ঐ দুর্ভিক্ষের দমন জন্য, এক লক্ষ টাকা দান করেন। মহাজনদিগকে দিবার জন্য, তিনি, এক দিন চব্বিশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া

রাখেন। তাঁহার ক্ষমতা, বুদ্ধি ও কার্য্যপটুতাও অসাধারণ ছিল। কলিকাতার প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় বণিক্‌গণ তাঁহার সাতিশয় সম্মান করিতেন। এরূপ প্রভূত অর্থ, এরূপ অসামান্য ক্ষমতা ও এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হইয়াও, রামদুলাল, একদিনের জন্যও, গর্ব্ব বা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি অতি সামান্যভাবে থাকিতেন, এবং আপনাকে অতি সামান্য জ্ঞান করিতেন। একবার তাঁহার পুত্রের সহিত, কাহারও বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি অতি সামান্যভাবে, ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক বিবাদের ভঞ্জন করেন।

রামদুলালের প্রতিপালক মদনমোহন দত্তের জীবিত কালের মধ্যেই, রামদুলাল প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হন। যতদিন মদনমোহন জীবিত ছিলেন, ততদিন, রামদুলাল, সেই সামান্য সরকারের ভাবে, মদনমোহনের নিকট যাইতেন, এবং প্রতিমাসে আপনার সেই সরকারিগিরির বেতন দশ টাকা লইয়া আসিতেন। রামদুলাল, পূর্ব্বের ন্যায়, পাদুকা বহির্ভাগে রাখিয়া, মদনমোহনের বাটীতে প্রবেশ করিতেন। তিনি, কলিকাতার প্রধান ধনী হইয়াও, সাধারণের নিকট, আপনাকে, মদনমোহনের সামান্য সরকার বলিয়া, পরিচিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। ইহাতে,

একদিনের জন্যও, রামদুলালের মানসম্ভ্রমের হানি হয় নাই; বরং তাঁহার অসাধারণ বিনয়গুণে, তৎপ্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছিল। সাধুতা, সত্যবাদিতা, কৃতজ্ঞতাপ্রভৃতি গুণের সহিত, রামদুলালের এইরূপ বিনয় ছিল। এইসকল গুণে, রামদুলাল, সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন।

মহানুভাবতা ও ন্যায়পরতা।

যাঁহারা ক্রোধ, হিংসা বা বিদ্বেষের বশীভূত নহেন; অন্যায়রূপে শত্রুরও অপকারসাধনে, যাঁহাদের প্রবৃত্তি হয় না; আপনাদের অসাধ্য কোন বিষয়ে কাহাকেও কৃতকার্য্য হইতে দেখিলে, যাঁহারা, আহ্লাদপ্রকাশ করিয়া, সেই ব্যক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করেন; অপরাধী ব্যক্তি ক্ষমাপ্রর্থনা করিলে, যাঁহারা সেই অপরাধের মার্জ্জনা করিতে বিমুখ হন না, এবং কেহ, ন্যায়পরতার সম্মানরক্ষার জন্য, কোনও কঠোর ও দুষ্কর কার্য্য করিলে, যাঁহারা, তৎপ্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাঁহারাই মহানুভাব ব্যক্তি। মহানুভাবতা একটি

অসাধারণ গুণ। সংসারে এরূপ অনেক লোক দেখা যায় যে, তাহারা অতি সামান্য কারণেই ক্রুদ্ধ হইয়া, পরের অনিষ্ট করে। কেহ, কোনও কার্য্যে প্রশংসা-লাভ করিলে, তাহাদের মন বিদ্বেষ ও হিংসায় পরিপূর্ণ হয়। কেহ, তাহাদের কোনও সামান্য অপকার করিলেও, তাহারা, ঐ ব্যক্তির সর্ব্বনাশসাধনের সুযোগ অন্বেষণে তৎপর থাকে। মহানুভাব ব্যক্তিগণ, এরূপ পরশ্রীকাতর এবং এরূপ হিংসা বা বিদ্বেষপরবশ হন না। তাঁহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে, তাঁহারা সকলের প্রতি সর্ব্বদা শিষ্টাচার ও উদারতাপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। কোনও বিষয়ে কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তাঁহাদের ঐ উদারভাবের ব্যত্যয় হয় না। যে সকল লোক প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও পরহিংসা করে; পরের উন্নতি দেখিলে, কাতর হয়; এবং সামান্য কারণেও ক্রুদ্ধ হইয়া, পরের অনিষ্টসাধনে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে; সেই সকল লোক লঘুচেতা বলিয়া ঘৃণিত হয়। মহানুভাব ব্যক্তি লঘুচেতাদিগের ন্যায় গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত থাকেন না। মহানুভাবতা গুণ, যাঁহাকে অলঙ্কৃত করে, তিনি সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। কেহই তাঁহার প্রশংসাবাদে বিমুখ হয় না।

ন্যায়পর ব্যক্তি, সর্ব্বদা, ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করেন। তদীয় আত্মীয় স্বজন, এমন কি প্রিয়তম পুত্রও, কোন

অন্যায় কার্য্য করিলে, তিনি উহার প্রতিবিধানে, উদা-সীন থাকেন না। ন্যায়পরতা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সর্ব্বান্তঃ-করণে, এই ধর্ম্মের পালন করা উচিত।

রায়মল্ল।

রাজপুতনায় টোডানামে একটি জনপদ আছে। রাও সুরতননামক একজন ক্ষত্রিয়, এক সময়ে, ঐ জনপদে আধিপত্য করিতেন। লিল্লানামক একজন পাঠান, টোডা অধিকারপূর্ব্বক রাও সুরতনকে ঐ স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সুরতন, নিষ্কাশিত হইয়া, মিবার রাজ্যের অন্তর্গত বেদনোরনামক স্থলে আসিয়া বাস করেন। তারাবাইনামে তাঁহার একটি পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। সুরতন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি বাহুবলে লিল্লাকে পরাজিত করিয়া, টোডা অধিকার করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে তিনি দুহিতারত্ন সমর্পিত করিবেন। এই সময়ে রায়মল্ল মিবারের অধিপতি ছিলেন। জয়মল্লনামক তাঁহার এক পুত্র, সুরতনের কন্যারত্নের অভিলাষী হইয়া, টোডা অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইল। জয়মল্ল পরাজিত হইয়াও, বলপূর্ব্বক সুরতনের কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইলেন। সুরতন এই অপমান সহিতে

পারিলেন না। তিনি অসির আঘাতে জয়মল্লকে হত্যা করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

জয়মল্লের হত্যার সংবাদ মিবারে পহুঁছিল। ক্রমে মিবারের গৃহে গৃহে এই সংবাদ লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল, ক্রমে মহারাজ রায়মল্ল এই সংবাদ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু, তিনি এই শোচনীয় সংবাদে কাতর হইলেন না, পুত্রের হত্যাকারীকে শাস্তি দিতেও, তাঁহার ইচ্ছা হইল না। রায়মল্ল গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "যে কুলাঙ্গার পুত্র পিতার সম্মান নষ্ট করিতে উদ্যত হয়, তাহার এইরূপ শস্তিই প্রার্থনীয়। সুরতন, কুলাঙ্গারকে সমুচিত শাস্তি দিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিয়াছেন।" মহারাজ রায়মল্ল, ইহা কহিয়া, পুত্রের হত্যাকারী রাও সুরতনকে, পুরস্কারস্বরূপ বেদনোর রাজ্য দিলেন।

কুম্ভ ও রাজসিংহ।

রায়মল্লের পিতা কুম্ভ ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর মিবাররাজ্যের শাসন করিয়া অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার সময়ে মালব ও গুজরাটের মোসলমান অধিপতিরা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। ঐ দুই ভূপতি একত্র হইয়া; বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত

মিবার আক্রমণ করেন। কুম্ভ এক লক্ষ সৈন্য ও চৌদ্দ শত হস্তী লইয়া, স্বদেশরক্ষায় প্রস্তুত হন। মিবাররাজ্যের প্রান্তভাগে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজয় স্বীকার করে। মালবের অধিপতি মহারাজ কুম্ভের বন্দী হন। কুম্ভ, বন্দীর প্রতি অসৌজন্য দেখান নাই। তিনি, মালবরাজকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করেন এবং যথোচিত সম্মানের সহিত ধনসম্পত্তি দিয়া, তাঁহাকে স্বরাজ্যে পাঠাইয়া দেন।

মিবারের অধিপতি রাজসিংহ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে, "জিজিয়া" কর পুনস্থাপিত করিতে নিষেধ করিলে, আওরঙ্গজেব যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু, এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই। রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহ বিপক্ষের খাদ্যসামগ্রী আনয়নের পথ রুদ্ধ করাতে, অনাহারে আওরঙ্গজেবের কষ্টের একশেষ হয়। তাঁহার শিবিরে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ ঘটে। এদিকে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী অবরুদ্ধ হইয়া, রাজসিংহের নিকট আনীত হইলেন। রাজসিংহ তাঁহার যথোচিত আদর ও সম্মান করিলেন এবং উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে দিয়া, তাঁহাকে আওরঙ্গজেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তাঁহার আদেশে মোগল-সৈন্যের খাদ্যসামগ্রী

আনয়নের পথ বিমুক্ত হইল। তিনি, শত্রুরও অনাহার-কষ্ট দেখিতে পারিলেন না। রাজসিংহ, খাদ্যসামগ্রীর সুযোগ করিয়া দিয়া, সম্রাটকে অনশন-ক্লেশ হইতে মুক্ত করিলেন।

যুদ্ধে জয়ী হইয়া, রাজসিংহ পলায়িতদিগেরও অনিষ্টের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার একজন সেনাপতি গুজরাট আক্রমণ করিয়া, শুরাটের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ঐ স্থানে বহুসংখ্য মোগলসৈন্য পলায়িতভাবে ছিল। রাজসিংহ উহাদিগকে নিপীড়িত করিতে, ইচ্ছা করিলেন না, তিনি, সেনাপতিকে গুজরাট আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।

শত্রুর প্রতি সম্মান, সৌজন্য ও দয়া প্রকাশ করাতে কুম্ভ ও রাজসিংহের মহানুভাবতা প্রকাশ পাইতেছে। অধিকন্তু, রাজসিংহ পলায়িত শত্রুদিগকে আক্রমণ না করিয়া, ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছেন। সংসারে এইরূপ ব্যক্তিই, মহাপুরুষ বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়।

কেহ, পরের উপর নির্ভর না করিয়া, আপনার চেষ্টায়, কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে, তাহার স্বাবলম্বন প্রকাশ পায়। সংসারে সকল কার্য্যই পরিশ্রম করিয়া, সম্পন্ন করিতে হয়। যে ব্যক্তি, সকল কার্য্যে, পরের উপর নির্ভর করে, তাহার কোনও কার্য্য সুনিয়মে নির্ব্বাহিত হয় না, এবং কোনও বিষয়ে পরিশ্রম করিতে, তাহার প্রবৃত্তি থাকে না। সে, পরিশ্রমবিমুখ হইয়া, চিরকাল কষ্ট পায়। স্বাবলম্বন থাকিলে, মানুষ সর্ব্বদা কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হয়। কষ্টসহিষ্ণুতায় ও পরিশ্রমে, লোকে দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও উন্নতিলাভ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি, সকল বিষয়েই পরের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহার কষ্টের অবধি থাকে না। প্রত্যেক কার্য্যেই পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকাতে তাহার দুর্দ্দশার একশেষ হয়। পরমুখপ্রেক্ষী লোক, মানবনামের কলঙ্কস্বরূপ।

স্বাবলম্বনের ন্যায় অধ্যবসায় থাকাও আবশ্যক। কোন বিষয়ে একবার বিফল হইলে, যতক্ষণ ফললাভ

না করা যায়, ততক্ষণ পরিশ্রম ও একাগ্রতার সহিত সেই বিষয়ে যত্ন করা উচিত; নতুবা কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। একটি কার্য্যে একবার ফল না পাইলে, যে, একবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে, এই সংসারে কোনও কার্য্য করিতে পারে না। একবার কোন কার্য্য বিফল হইলে, পুনর্ব্বার অধিকতর ধীরভাবে এবং অধিকতর একাগ্রতা ও পরিশ্রমের সহিত সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহাতে, এক সময়ে অবশ্যই, সেই কার্য্যের ফল পাওয়া যায়।

ধীরতা,একাগ্রতা ও শ্রমশীলতা না থাকিলে, অধ্যবসায় শিক্ষা হয় না। বস্তুতঃ, অধ্যবসায়, ঐ তিনটি গুণেরই সমষ্টি। আমাদের ঐ তিন গুণ থাকা, নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা অভীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। যে ব্যক্তি এক বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, বিরক্তির সহিত, সেই বিষয়ের পরিত্যাগ ও অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, সে ব্যক্তি কোন বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে না। ধীরতা, একাগ্রতা ও শ্রমশীলতার অভাবে তাহার সকল কার্য্যই পণ্ড হয়। সে, অধ্যবসায়ের সহিত কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এবং কোনও কার্য্যে তাহার উদ্যম থাকে না। আমাদের অধ্যবসায়সম্পন্ন হওয়া উচিত। অধ্যবসায়ী ব্যক্তি, নিয়ত উদ্যমশীল, এবং ধীর, একাগ্র ও পরিশ্রমী হইয়া থাকেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি, গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। অনন্তর, সাত বৎসর বয়সে ভবানীপুরের কোন ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে ইঙ্গরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হন। হরিশের অবস্থা সাতিশয় হীন ছিল। বিদ্যালয়ের নিয়মিত বেতন দিবার, তাঁহার সামর্থ্য, ছিল না। এজন্য, বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিনা বেতনে পড়িতে দেন। কিন্তু, তিনি ঘোরতর দারিদ্র্যপ্রযুক্ত দীর্ঘকাল এই বিদ্যালয়ে থাকিতে পারেন নাই। ছয় সাত বৎসর ইঙ্গরেজী শিক্ষার পর, তাঁহাকে, পরিবারবর্গের ভরণপোষণ জন্য, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ে, তাঁহার অবস্থা সাতিশয় শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি, ইঙ্গরেজীতে আবেদনপত্রাদি লিখিয়া, যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা অতিকষ্টে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন।

বর্ষাকালে একদা অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল; মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছিল; এই সময়ে হরিশের গৃহে তণ্ডুলকণা মাত্র ছিল না। কিরূপে খাদ্য দ্রব্যাদির সংগ্রহ হইবে, হরিশ, সাতিশয় বিষণ্ণভাবে, তাহা

ভাবিতে ছিলেন, এমন সময়ে কোন ভূম্যধিকারীর একজন মোক্তার তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে, ইঙ্গরেজীতে কতকগুলি কাগজপত্রের অনুবাদ করিতে কহিলেন এবং পারিশ্রমিকস্বরূপ দুইটি টাকা দিলেন। হরিশ, মহা আহ্লাদে ঐ দুই টাকা গ্রহণ করিয়া, তদ্দারা সেদিনের অন্নকষ্টের নিবারণ করিলেন। এইরূপ কষ্টে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া, হরিশ, টলা-কোম্পানিনামক নীলামদারের কার্য্যালয়ে মাসিক দশ টাকা বেতনের একটি সামান্য কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। ইহার পর তিনি, পরীক্ষা দিয়া, সৈনিক বিভাগের কার্য্যালয়ে অন্য এক কর্ম্ম লাভ করেন। ঐ কর্ম্মে তাঁহার প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা আয় হইতে থাকে। হরিশ, ইহার পর, ক্রমে ঐ কার্য্যালয়ে মাসিক চারি শত টাকা বেতনে একটি উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

বিদ্যালয়ে হরিশের সামান্য শিক্ষালাভ হইয়াছিল। কিন্তু, হরিশ বিদ্যানুশীলনে উদাসীন থাকেন নাই। যখন তাঁহার বেতন অতি সামান্য ছিল, তখন, তিনি প্রতিমাসে দুই টাকা চাঁদা দিয়া, পুস্তকালয় হইতে পুস্তক সকল আনিয়া, পড়িতে থাকেন, এবং অসাধারণ স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়গুণে তৎসমকালে, ইঙ্গরেজী ভাষায়, প্রধান পণ্ডিত ও প্রধান লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। তাঁহার এমন স্বাবলম্বন ছিল যে, তিনি নিজে নিজে আইন পড়িয়া

উহাতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হিন্দু পেট্রিয়ট-নামক ইঙ্গ্‌রেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া, হরিশ স্বদেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশের অহিতকর কোন প্রস্তাব হইলেই, তিনি নির্ভয়ে উহার অনিষ্টকারিতা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার এই যথার্থবাদিতা ও দেশহিতৈষিতার জন্য ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল লর্ড ক্যানিঙ্গ্‌ তৎপ্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধা দেখাইতেন। সংবাদপত্রে নিরন্তর ন্যায় পক্ষের সমর্থন করাতে, হরিশ সর্ব্বসাধারণেরই অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে, আটত্রিশ বৎসর বয়সে, হরিশের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল, এবং সকলেই আপনাদিগকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিয়া, কাতরতার একশেষ দেখাইয়াছিল। হরিশ, নিপীড়িত লোকের যথার্থ বন্ধু ছিলেন। যাহারা, নানা দায়গ্রস্ত হইয়া, তাঁহার বাটীতে আসিত, তিনি, তাহাদিগকে, আহারপানে পরিতুষ্ট করিয়া, উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, বহুসংখ্য প্রজা, তাঁহার নিকট আসিয়া শান্তি লাভ করিত। হরিশের মৃত্যুর পর, তাঁহার হিতৈষিতার সম্বন্ধে, সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। অনেকে, ঐ গীত গাইয়া,

আপনাদের শোক প্রকাশ করিত। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়বলে, বিদ্যাশিক্ষা না করিলে, এত অল্প বয়সে, কখনও হরিশের এত সম্মান ও এত প্রতিপত্তি-লাভ হইত না।